Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সত্যের বিচারে খ্রিস্টীয় ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহদিয়া আফরা

রোলঃ 215001587

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সত্যের বিচারে খ্রিস্টীয় ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহদিয়া আফরা

রোলঃ 215001587

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সত্যের বিচারে খ্রিস্টীয় ধর্ম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহদিয়া আফরা, আইডিঃ 215001587 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সত্যের বিচারে খ্রিস্টীয় ধর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

তাহদিয়া আফরা

আইডিঃ 215001587

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৬
১:পরিচয়	৯
-দল-উপদল	৯
-আসল খ্রিস্টধর্ম বিলীন হয়ে গেছে	১১
-খ্রিস্টধর্মের নিপীড়িত ইতিহাস	১২
-ভয়ানক মিশন	১৬
২:সত্যের সাথে সাদৃশ্য	১৯
-তাওহীদ	২০
-স্রষ্টার নাম	২২
-শিরক	২৩
-শুভেচ্ছা	২৫
-পবিত্রতা	২৬
-পবিত্র স্থানে জুতা খোলার নির্দেশ	২৭
-সিজদা	২৭
-দানশীলতা	২৯
-উপবাস	৩০
-সুদ	৩১
-পর্দা	৩২
-বহুবিবাহ	৩৪
-অ্যালকোহল	৩৪
-শুয়োরের মাংস	৩৫
-রক্ত	৩৬
-খতনা	৩৭
৩: রিসালাত	৩৭
-যিশুর পরিচয়	৩৭
-যীশু ও পৌলের ধর্ম ভিন্ন নয় তো	৪০

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
-বাইবেলে বিশ্বনবী সা:	৪৪
-যে স্থান থেকে তিনি উদয় হলেন	৪৬
৪: বাইবেল	৪৮
-বাইবেলের পরিচয়	৪৮
-ইতিহাসে বাইবেল	৪৮
-বাইবেল বনাম ঐশ্বরিক গ্রন্থ	৫২
-ধর্মগ্রন্থে ভুল ও বৈপরীত্য!!	৫৭
-বৈজ্ঞানিক ভুল	৬৫
-বাইবেলে অশ্লীলতা	৬৮
-অমানবিকতা	৭০
-সর্বশেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট	৭১
-বাইবেল বিশ্বাসীদের নিদর্শন	৭২
৫: বিশ্বাস	৭৩
-তৃত্ববাদ	৭৩
-আদিপাপ ও ক্রুশ	৭৯
-বড়দিন	৮৩
৬: দাওয়াহ্ দেয়ার পদ্ধতি	৮৫
-অভিন্ন পরিচয়	৮৫
-আল্লাহর পরিচয়	৮৬
-আলকুরআন	৮৯
-শেষ নবীজী সাঃ	৯২
-ইসলাম সবার	৯৫
৭:উপসংহার	১০০
তথ্যসূত্র	১০১

بسم الله الرحمن الرحيم.

ভুমিকা

এক খোদার সৃষ্ট পৃথিবীটাতে তিন খোদা প্রচার করতে উঠেপড়ে লেগেছে একটি বৃহৎ দল।প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা, জনগণের অভিযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আরো শত বাধা ডিঙিয়ে তারা এক মিশনে এগিয়ে চলছে , লক্ষ্য একটাই ঈশ্বরের রাজ্য গঠন'। নিজেদের যিশুখ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে খ্রিস্টান পরিচয় দেয় এরা, অথচ যীশুখ্রীষ্ট বা ঈসা আঃ ও তাদের ধর্ম বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিন্ন!

খ্রিস্টধর্ম নিয়ে পড়াশুনার কাজটি আমার জন্য মোটেই সহজ ছিলনা।

কাজের সূচনায় ক্রিস্টিয়ানদের বেশ কিছু ওয়েবসাইট ও ফেবু পেজ এ ঘোরাফেরা করি, যেখানে তারা নিজেদের অসত্যকে খুবই চতুরভাবে সত্যের সাথে সংমিশ্রণ করে তাদের ধর্মের উপর আরোপিত কিছু অভিযোগের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের অপব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। কিন্তূ লক্ষ্যনীয়,

ওরা সত্য উন্মোচনের নামে আলোচনা শুরু করে কিন্তূ একটা অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াশার মাঝে রেখেই প্রবন্ধের ইতি টানে, কারণ তাদের ভিত্তিটা যে আজও অস্পষ্ট !! অথচ প্রবন্ধের শেষে নিষ্ঠার সঙ্গে কোন অভিযোগ থাকলে জানানোর চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়!

কিন্তূ অনেক বিষয় অজানা থাকার কারনে ভুলগুলো বুঝেও জবাব লিখতে যেয়ে আটকে আটকে যাই।

'সত্য মিথ্যার অনেক বিষয় অজানা থাকা'টা আমাকে চরমভাবে অস্থির করে তোলে এবং 'সত্য মিথ্যার পার্থক্যকে বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা ছাড়া সুস্পষ্ট করা' আমার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়ায় ।

খ্রিস্টধর্ম নিয়ে পড়ার সাথে সাথে আমি ইসলামের উপর আরোপিত প্রশ্নগুলোর জবাবও আরো গভীরভাবে পড়তে শুরু করি।

আলহামদুলিল্লাহ, দেখা গেল প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জবাই দেয়া হয়েছে। কিন্তু

যারা ময়দানে গবেষক,স্কলার ও লাখ লাখ জনসাধারণের সামনে ধর্মের সততার প্রমান দিতে ব্যার্থ হয়, তাদের অল্পসংখ্যক অজ্ঞানী মানুষের সামনে ‘জবাব দেয়া বিষয়গুলোই নতুন করে বারবার উপস্থাপন করা’ চ্যালেঞ্জের কি মূল্য!! সত্যানুসন্ধানী হলে তারাও নিজেদের চ্যালেঞ্জের জবাব খুঁজে পাবেন ইন শা আল্লাহ।

‘খ্রিস্টধর্ম প্রচারক থেকে ইসলামের দায়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা’ ইউসুফ এস্টেস (হাফি:) এর স্টেজের উপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যটি আমাকে বিরাট অনুপ্রেরণা দিয়েছে।[1] আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়ী হয়ে পথ চাইলে তিনি অবশ্যই সত্যে পথে পরিচালিত করেন।

খ্রিস্টধর্মের উপর যত জানা হলো আল্লাহর সাহায্যে তার অসারতার দিকটি ততই সুস্পষ্ট হলো।

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃতজ্ঞতা যে তিনি ইলম অর্জনের উসীলায় আমার বিশ্বাসকে পূর্বের চেয়ে মজবুত করে দিলেন। ড. আহমেদ দিদাত রহ:,খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ:,ড: জাকির নায়েক হাফী:, মাওলানা কালিম সিদ্দিকী হাফি: মাওলানা জুবায়ের আহমেদ হাফী:, মুফতী আরিফুল ইসলাম হাফি:, এবং আরো জানা অজানা হাজারো আলোর দিশারী, যাদের লক্ষ্য একটিই, ‘প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি মানুষ সত্যকে চিনুক, সত্যের বিশ্বাস নিয়েই তবে মিশনারী হোক'।তারা খ্রিস্টধর্মের উপর আমার ধারণাকে সুস্পষ্ট করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম জাযা দান করুক, তাদের গবেষণা থেকেই সংগ্রহ করেছি আমি এ বইয়ের বিষয়গুলো।

এবং কাছের মানুষগুলো, যারা আমাকে এ কাজে পরামর্শ দিয়ে,ওয়েবসাইট বা তথ্যের সন্ধান দিয়ে ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরও উত্তম জাযা দান করুক।

[1] https://youtu.be/o2DPVdvYAXM?si=M7MJQ6M3ZVePem1d

আমাকে অনেক বেশি সহায়তা করেছে খ্রিস্টধর্ম থেকে ফিরে আসা নওমুসলিম ভাইবোনদের বক্তব্য। আল্লাহ তাআলা তাদের মুজাহাদার অতি উত্তম প্রতিদান দান করুক।

আলোচ্য বিষয় সাপেক্ষে বইটির ৬ টি অধ্যায় রয়েছে,

প্রথম ৫ ভাগে প্রশ্নত্তরের ধারায় যুক্তির আলোকে খ্রিস্ট ধর্মের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ ভাগে একটি দাওয়াতি সংলাপ দেয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ রয়েছে সমস্ত আলোচনার উপসংহার এবং তথ্যসূত্র।

এ বইটির পেছনে ব্যায়ীত সময় ও শ্রম শুধুমাত্র একজনের জন্য,আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। আমি আশা করি তিনি এর উসিলায় আমাকে ও আমার সাহায্যকারী ভাইবোনদের কবুল করবেন এবং খ্রিস্টিয়ান ভাইবোনদের ‘সবচেয়ে বড় সফলতা’ অর্থাৎ ‘দোজখ থেকে মুক্ত হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য’ দান করবেন। ওয়াল্লাহুল মুসতা’আন

১ : পরিচয়

প্রশ্ন: আভিধানিক অর্থে খ্রিস্টান বলা হয় কাদেরকে?

উত্তর: এটি সেই ধর্ম যার মূলে রয়েছে একজন ব্যক্তি (যীশু খ্রীষ্ট)ও তার শিক্ষা। (oxford uni. Press)

নাছরাতের যীশুর জীবন,শিক্ষা ও মৃত্যু থেকে উদ্ভূত প্রধান ধর্ম। (ইনসাইক্লোপিডিয়া)

তাহলে খ্রীষ্ট-ধর্মকে পালন করতে হলে সেই মহান যিশুখ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষাগুলো জানা ও অনুসরণ করা আবশ্যক।

দল-উপদল-

প্রশ্ন:খ্রিস্ট ধর্মের সব অনুসারীরা কি ধর্মে বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ?

উত্তর: না, তারা তিনটি দলে বিভক্ত

1. রোমান ক্যাথলিক
2. ইস্টার্ন অর্থোডক্স
3. প্রোটেস্ট্যান্ট

১. ক্যাথলিক-খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা ক্যাথলিক হিসেবে পরিচিত। রোমের ভ্যাটিকানের চার্চ ও পোপের নিয়ন্ত্রনাধীন খ্রিষ্টধর্ম এ নামে পরিচিত। একহাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম শুধু ক্যাথলিক ছিল।তাদের সর্বোচ্চ পোপ হিসেবে এখন আছেন ভেটিক্যানের পোপ ফ্রান্সিস, খ্রিষ্টিয়ানিটির প্রথম শতাব্দী থেকে আজপর্যন্ত 266 জন পোপ গত হয়েছেন।[2]

২.ইস্টার্ন অর্থোডক্স: ইউরোপীয় মধ্য যুগে প্রসাশনিক, রাজনৈতিক এবং সামজিক তফাতের কারণে গির্জাগুলির মধ্যে তফাৎ বাড়তে থাকে। এর আরেকটি কারণ ছিল যে পাশ্চাত্য গিজাগুলি রোমের রাজা এবং পেপের রাজনৈতিক বলয়ে থাকত, আর

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List of popes)

ইউরোপেরই প্রাচ্যের গির্জাগুলি কনস্টান্টিনোপলের বিশপ এবং বাইজান্টাইন (বা ইস্টার্ন রোমান) সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ১০৫৪ সালে রোমের পোপ যখন নিজেকে তামাম খ্রিস্টীয় দুনিয়ার প্রধান বলে দাবি জানালে প্রাচ্যের গির্জাগুলি সেটা মেনে নিতে চায় না। তারা পোপকে ধার্মিক প্রধান মানলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রধান মানতে রাজি হয় না। বিবাদের এক পর্যায়ে পূর্বের খ্রিষ্টানরা পশ্চিমের বা ভ্যাটিকান পোপের প্রভাবাধীন খ্রিষ্টানদের থেকে বিভক্ত হয়ে যান।

৩.প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী: খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে এ বিভক্তি Great Schism নামে পরিচিত-

খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা পোপের নিয়ন্ত্রণেই চলতে থাকে। ১৬শ খ্রিষ্টীয় শতকে পোপের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোনো কোনো ধর্মগুরু বিদ্রোহ করেন। এদের অন্যতম ছিলেন প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মগুরু মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.)। তিনি এবং সমসাময়িক কিছু ধর্মীয় কাজের মধ্যে পোপের নেতৃত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন ধর্মীয় ফিরকা বা ধারার সৃষ্টি হয়।

প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টিয়ানদের শাখাসমূহ:

1. Seventh-day Adventists, সেভেন ডেই এডভেন্টিন (20.0 million)
2. Baptists বাপ্টিস্ট(75-105 million)
3. Methodists' মেথডিস্ট-(60-80 million)
4. Anglicanism অ্যানলিকান (110 million)
5. Presbyterians প্রেসব্যোপটিয়ান (55-100 million)
6. Lutherans (70-90 million)
7. এভেনজালেইকাল

এ তিন দলের বাহিরেও কিছু খ্রিস্টান রয়েছে,

- Jehovah's Witnesses (8.5 million)
- ত্রিতবাদে অবিশ্বাসী/

Non-trinitarian Faiths (35 million)

প্রশ্ন: বিশ্বে খ্রিস্টান জনসংখ্যার হার কত?

উত্তর:

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ খ্রিস্টান। তার মাঝে;

Catholic (50.1%)

Protestant (36.7%)

Eastern/Oriental Orthodox (11.9%) Other Christian (1.3%)[3]

আসল খ্রিস্টধর্ম বিলীন হয়ে গেছে

প্রশ্ন:যিশুর মৃত্যুর পর কি খ্রিস্টানরা যিশুর ধর্মকেই অনুসরণ করে আসছে?

উত্তর: না, বরং দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে খ্রীষ্টধর্ম দুটি ধর্মে রূপ নেয় জুডিও খৃষ্টান ও পোলিয় খৃষ্টান।

পলের খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের পোলিও খৃষ্টান বলা হতো এবং ইহুদী-খৃষ্টধর্মের পক্ষে; অর্থাৎ রিসালাতের অনুসারীদের কে জুডিও খৃষ্টান বলা হতো।

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List of Christian denominations by number of members

প্রশ্ন: বর্তমানে কি ইহুদী-খৃষ্টধর্ম টিকে আছে?

উত্তর: না, তাদের মাঝে বিবাদ ছিল। কালক্রমে পলের খৃষ্টধর্ম জয়লাভ করে এবং ইহুদী খৃষ্টধর্ম বিলীন হয়ে যায়।তাঁর কোন প্রভাবই এখন আর কোথাও নেই। তবে 'জুডাস্টিক' বললে এখনও ঐ ধর্মের কথাই বুঝা যায়।

বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রায় সকল অনুসারীগণ পোলীয় খৃষ্টান ("ত্রিতত্ত্ব" ধারণায় বিশ্বাসী)।

খ্রিস্টধর্মের নিপীড়িত ইতিহাস

33-300 Ad (Age of Persecution)

প্রশ্ন: খ্রিস্ট ধর্ম কি ইসলামের মতো প্রথম শতাব্দীতেই বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে বিজয় লাভ করেছিল?

উত্তর: না, খ্রীষ্টের প্রস্থান থেকে নিয়ে তিন শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টবাদ পুরো দুনিয়ার একটি পরাস্ত ও নিগৃহীত ধর্মরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছিলো। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ এ সময়টাকে দমন-নিপীড়ন এর যুগ

নামে স্বরণ করে থাকেন। তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ ধর্মের উপর ছিলো রোমানদের অধিপত্য আর ধর্মীয় দিক থেকে ছিল ইয়াহুদীদের আধিপত্য-

খৃস্টধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টানগণ কঠিন বিপদাপদ ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তারা প্রায় দশটি রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন হন

প্রথমবার: রোমান সংটি নিরো (Nero)-এর সময়ে ৬৪ খৃস্টাব্দ্যে এ সময়ে বৃস্টের প্রেরিত শিষ্য পিএর ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন আধুনিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তক সাধু শৌলও এ সময়ে নিহত হন। এ সময়ে রাজধানী রোমে ও অন্যান্য সকল প্রদেশে হত্যাযজ্ঞ

চালানো হয়। ৬৮ খৃস্টাব্দে নিরোর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। খৃস্টধর্মের স্বীকৃতিই জনগণের জন্য কঠিন অপরাধ বলে গণ্য।

দ্বিতীয়বার: রোমান সহাট জেফানিশিয়ান (Domitian)-এর রাজত্বকালে ৮১ সালে এ হত্যাযজ্ঞের শুরু এ সপ্রাটিও নিরোর ন্যায় খৃস্টধর্মের শত্রু ছিলেন তিনি খৃস্টানদেরকে হত্যার নির্দেশ দেনা ফলে সর্বর মুস্টানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা শুরু হয়। এমনকি পৃথিবী থেকে সর্বশেষ খৃস্টানকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয় এ সময়ে প্রেরিত যোহনকে নির্বাসিত করা হয় এবং ফ্লাবিয়াস ক্লিমেন্টকে হত্যা করা হয় ১৬ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

তৃতীয়বার: হোসান সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর রাজত্বকালে ১০১ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় ১০৮৬ সালে তা ভয়ঙ্করতম রূপ গ্রহণ করে। এমনকি দায়ূদ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তিকে পর্যন্ত হত্যা করার নির্দেশ দেন তিনি তার নির্দেশে সৈনিকের এরূপ সকলকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে থাকে প্রহার করে, ক্রুশে বিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে ও বিভিন্নভাবে অনেক খৃস্টান পাদরী, বিশণ ও ধর্মগুরুকে হত্যা করা হয়। ১১৭ সালে এ সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

চতুর্থবার: রোমান সভাট মারকাস এন্টোনিয়ান (Marcus Aurelius Antoninus)-এর রাজত্বকালে তিনি ১৬১ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন এ সম্রাট দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পৌত্তলিক রোমান ধর্মের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন ১৬১ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বাত্মক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন ১০ বৎসরেরও বেশি সময় তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পশ্যিম সর্বত্র একভাবে খৃসটানদেরকে হত্যা করা হয়। তিনি খৃস্টান পাদরি ও বিশপদেরকে মূর্তিপূজা ও মন্দিরের পুরোহিত হতে বলতেন যারা অস্বীকার করত তাদেরকে লোহার চেয়ারে বসিয়ে নিচে আগুন জ্বালানো হতো এরপর লোহার আংটা দিয়ে তার প্রজ্বলিত দেহের মাসে ছিন্নভিন্ন করা হতো।

পঞ্চমবার: রোমান সম্রাট নিফেরাস (Septimius Severus)-এর শাসনামলে (১৯৩-২১১৭) ২০২ খৃস্টাব্দ থেকে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সময়ে মিসরে, ফ্রান্সে ও কার্থেজে

হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা ছিল এত ভয়ানক যে, তখনকার খ্রিস্টানগণ মনে করেন যে, খৃস্টারি (দাজ্জাল) বা পাল পুরুষ (Antichrist, Man of Sin)-এর যুগ এসে গেছে বা কিয়ামত সন্নিকটে।

ষষ্ঠবার: রোমান সম্রাট স্যামিসিনো (Maximin) এর সময়ে ২৩৭ খ্রিস্টাব্দে এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তিনি ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের গহত্যার নির্দেশ দেনা কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণকে হত্যা করলে সাধারণ মনুষেরা অতি সহজেই তাঁর আনুগত্য করবে। এরপর তিনি নির্বিচারে সকল খৃস্টানকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে গণহত্যা চলতে থাকে। অনেক সময় একটি গর্তে ৫০/৬০টি দেহ ফেলা হতো এরপর তিনি রোমের সকল বাসিন্দাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় ২৩৮ সালে তারই এক সৈনিক তাকে হত্তর করে।

সপ্তমবার: রোমান সম্রাট ডেসিয়ান (Decius)-এর সময়ে ২৫৩ খৃস্টাব্দে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এ সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল খৃস্টানকে হত্যা করে তিনি খৃস্টধর্মকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময়ে কিছু খৃস্টান ধর্মত্যাগ করে। মিসর, অফ্রিকা, ইটালি, মধ্যে এশিয়া ও এশিয়া মাইনর ছিল তাঁর এই পাইকারী নিধনযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টমবার: রোমান সম্রাট ভালেরিয়ান (Valerian/ Valerianus)-এর সময়ে ২৫৭ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয় এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সকল বিশপ ও ধর্মযাজককে হত্যা করতে হবে, সকল সম্মানীয় খৃস্টানকে লাঞ্ছিত করতে হবে এবং তাঁদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এরপরও তাঁরা খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ না করলে তাঁদেরকে হত্যা করতে হবে। সম্মানীয় মহিলাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর যারা খৃস্টান ছিল তাদের মধ্যে যার রোমান দেবতা চুপিনরের পূজা করতে অস্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করা হতো বা আগুনে পুড়িয়ে

মার হতো বা হিংস্র পশুর খাদ্য হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যান্যদের বন্দি করে ক্রীতদাস বানিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা হতো ।

নবমবার: রোমান সম্রাট আরেলিয়ান (Aurelian /Aurelianus)-এর সময়ে ২৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয় । তবে এবারের নিধনযজ্ঞ বেশিদিন স্থায়ী হয়নিঃ কারণ বছরখানেক পরে সম্রাট নিজেই নিহত হন।

দশমবার: রোমান সম্রাট ডিওক্লেশন (Diocletian/Diocleti-anus)-এর শাসনামলে, তিনি ২৮৪ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। ৯৮৬ সাল থেকে তিনি খৃস্টানদের নিপীড়ন শুরু করেন । ৩০২খৃস্টাব্দে তা মহা নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় এব ৩১৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাহত থাকে। রোমান রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র পাইকারীহারে খৃস্টানদের হত্যা করা হয়। ৩০২ সালে ফ্রিজিয়া শহরকে একবারে এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যে, সেখানে একজন খৃস্টানও অবশিষ্ট থাকেন নি।সম্রাট ডিওক্লেশন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, পৃথিবীর বুক থেকে বাইবেলের অস্তিত্ব মুছে দিবেন এ জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করেন। ৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি সকল চার্চ-বীর্জা ভেঙ্গে ফেলার ও সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি খৃস্টানদের উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর নির্দেশানুসারে সকল গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যত প্রকারের ধর্মীয় পুস্তক পাওয়া যায় তা সবই পুড়িয়ে ফেলা হয় যে ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায় বা যে ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় পুস্তক গোপন করে রেখেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা হয় খৃস্টানগণ উপাসনার জন্য সমবেত হওয়া বন্ধ করে দেন। ইউসেবিয়াস (Eusebius) লিখেছেন যে, তিনি নিজে স্বচক্ষে গীর্জাগুলি ভেজে ফেলতে এবং বইবেল বা পবিত্র পুস্তকগুলিকে বাজারের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছেন। এ সম্রাট মিসরের শাসককে নির্দেশ দেন মিসরের কণ্টিক খৃস্টানদেরকে রোমান প্রতিমা পূজা করতে বাধ্য করতে। যারা এ আদেশ মানবে না তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এ নির্দেশে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) কণ্টিক খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়। এজন্য তার যুগকে "শহীদদের যুগ" বলা হয়। তিনি প্রতিদিন ৩০ থেকে ৮০ জন খ্রিস্টিয়ান হত্যা করতেন।

তার হত্যাযজ্ঞ ১০ বছর স্থায়ী হয় এবং পুরো রোমান রাজ্যের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এ হত্যাযজ্ঞ পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির চেয়ে অধিক হিংস্র ও অধিক সময় স্থায়ী হয়।

ভয়ানক মিশন

প্রশ্ন: বর্তমান ধার্মিক খ্রিস্টিয়ানদের প্রধান মিশন কি?

উত্তর:

তাদের প্রধান মিশন হল পুরো বিশ্বকে খ্রিস্টান বানানো, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে। কারণ একমাত্র মুসলিমরাই হিদায়াতের শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর শক্তি রাখে।প্রতিটি মুসলিম ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাদের এ বিষাক্ত টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত। তারা চায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করতে এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দিতে।

পৃথিবীর বুকে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার উষালগ্ন থেকেই ইসলামের শত্রুরা নিজ নিজ জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের বিরুদ্ধে দিবা-রাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, যাতে তাদেরকে হিদায়াতের আলো থেকে বের করে ভ্রষ্টতার গভীর আঁধারে নিয়ে যেতে পারে।

তাদের ষড়যন্ত্র অভিপ্রায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আগেও সতর্ক করেছেন:

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡ _البقرة: ١٠٥

“আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।”

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقّ

[البقرة: ١٠٩]

“তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশতঃ আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরিয়ে পাওয়ার আকাঙ্খা করে।”

তিনি আরো বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ١٠٠
ال عمران: ١٠٠

“হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।”

প্রশ্ন: এ মিশন বাস্তবায়নে তারা কি কি কাজ করছে?

উত্তর: তারা মুসলিম দেশে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুর্বল অবস্থাসমূহকে পুঁজি করে অগ্রসর হচ্ছে। সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধের জন্য মিথ্যা আর প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চলেছে।

চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও শিক্ষার অন্তরালে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছে কোথাও কোথোও সরাসরি চার্চ,খ্রিস্টান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে তাদের এই অপতৎপরতা চলছে। নগ্নতা, অশ্লীলতা সম্প্রচার করে দর্শকদের নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা বিনষ্ট করছে,এর ফলে যখন মুসলিমের অন্তর থেকে ঈমানী

শক্তির মূলোৎপাটন হবে এবং আত্মা থেকে ধর্মীয় চেতনার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সহজেই উক্ত মিশন বাস্তবায়ীত হবে।[4]

প্রশ্ন:। তারা তাদের প্রচেষ্টায় কতোটা সফল?

উত্তর:

শুধু বাংলাদেশেই গত ২০ বছরে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ১২ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

খাগড়াছড়ি জেলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে।

বান্দরবান জেলায় গির্জা আছে ১১৭টি। এখানে একই সময়কালে খ্রিস্টান হয়েছে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার।

রাঙামাটিতে ৪টি চার্চ খ্রিস্টান বানিয়েছে ১ হাজার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে হাল আমলের হিসাব। পাহাড়ি যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই।[5]

চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বেখবর নন। তিনি বলেন:

وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

"আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

---

[4] http://www.hadithbd.com/books/link/?id=9698, আরো বিস্তারিত জানতে:বাংলাদেশে 'খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা'।

[5]https://islamicradio-bd.blogspot.com/2015/04/kristian-bangladesh.html?m=1

তিনি তাদের আসল পরিণাম সম্পর্কে আরো বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ٣٦ [الانفال: ٣٦

"আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের পরিতাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফুরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।"

[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৬]

২:সত্যের সাথে সাদৃশ্য

প্রশ্ন: ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মাঝে কি কোন সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর:জি,পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (৩,৬৪)

অর্থঃ "বল হে কিতাবের অনুসারীরা, (ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা) এসো সেই কথায় যা আমাদেরও তোমাদের মাঝে এক। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করি না, আমরা কোনো কিছুকে তার শরীক সাব্যস্ত করি না, আমাদের মধ্য হতে কাউকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি না। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করি না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিমরা নিজেদের সমর্পণ করি আল্লাহর কাছে।"

পবিত্র কুরআন সকল মানুষকে সেই কথার দিকে ডাকছে,যে কথা ইয়াহুদী খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলের মাঝেই এক। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে। মূলত আদম আ থেকে ইসা আ পর্যন্ত মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক গল্পগুলো প্রায় একই ।

নিচে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য উল্লেখ করা হলো:

১. তাওহীদ

আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী-রাসূল পৃথীবিতে পাঠান হয়েছে তাঁদের সকলকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এক ও অভিন্ন দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। সমস্ত রাসূলদের ধর্মে স্রষ্টার পরিচয় হল একত্ববাদ।

কুরআন থেকে;

- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' (অগিয়া ২১/২৫)

- وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা মুসলিম (তাঁরই আজ্ঞাবহ) সূরা আনকাবুত ২১/৪৬

- وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু আর কেউ নেই। Al-Baqarah-2/163

বাইবেলে থেকে;

- Hear, O Israel: The LORD our God [is] one LORD

"ইস্রায়েলের লোকরা শোনো! প্রভু, আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু!Deuteronomy 6:4

- To you it was shown, that you might know that the LORD is God; there is no other besides him.

প্রভু তোমাদের ঐ সব দেখিয়েছিলেন যাতে তোমরা জানতে পার যে তিনি হলেন ঈশ্বর- তিনি ছাড়া কোনও দেবতা নেই!Deuteronomy 4:35

- "You are my witnesses," declares the LORD, "and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor Shall there be any after me.

আমি তোমাদের বেছে ছিলাম যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে 'আমি হলাম ঈশ্বর' আমি সত্যিকারের ঈশ্বর আমার আগে কোন ইশ্বর ছিল না এবং আমার পরেও কোন ইশ্বর থাকবে না"Isaiah 43:10

- "I am the first and I am the last; besides me there is no god.

"আমিই একমাত্র ঈশ্বর; অন্য কোন দেবতা নেই; আমিই আদি, আমিই অন্ত;Isaiah 43:10

- That they may know that You alone, whose name is the LORD, Are the Most High over all the earth.

তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আপনিই ঈশ্বর; ওরা জানতে পারবে যে, আপনিই একমাত্র পরাতপর, সারা পৃথিবীর ঈশ্বর!Psalm (গীতসংহিতা) 83:18

- And Jesus answered him, the first of all the commandments [is], Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord

যীশু উত্তর দিলেন, 'এটাই প্রধান! আজ্ঞা (নির্দেশ) 'শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু। Mark 12:29

২.স্রষ্ঠার নাম

কুরআন থেকে;

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّاما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

অর্থঃ ''তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান নামে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো তার রয়েছে সব সুন্দর নাম।

আমরা আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারি, তবে সেটা হবে একটা সুন্দর নাম। যে নামে মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না। আর পবিত্র কোরআনে সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে।

তবে স্রষ্ঠাকে ডাকার সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটি।

বাইবেলে:

The REV. C.l. স্কফিল্ড, D.D. পরামর্শক সম্পাদকের ৮ জনের একটি দল, এছাড়াও সমস্ত D.D. রা "স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল"- এ হিব্রু শব্দ "এলাহ" (অর্থাৎ ঈশ্বর) কে "আলাহ" বানান করা উপযুক্ত মনে করেছেন। "

খ্রিস্টানরা ইসলামের সাথে এত সাদৃশ্যপূর্ন যে তারা শেষ পর্যন্ত বাইবেলে ঈশ্বরের নামকে আল্লাহ বলে দেখতে পেত!!

কিন্তু তারা আল্লাহকে একটি "L" দিয়ে বানান করে আসল নামটি চাপা দেয়! বাইবেলের পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফিক প্রমান;যেখানে "ALAH" শব্দটি দেখানো হয়েছে তা বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।[6]

আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, সেখানে ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইলা' কে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'ডাকা হয়েছে। যদি বাইবেল অনুবাদ পড়েন (ব্রাদার ক্ষরফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এলাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন যে, ভাই

[6]Is the Bibel God's word?,পৃ: 22

ক্ষরফিটও একমত যে, উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এলাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ'। উচ্চারণ ভিন্ন তবে শব্দ দুটি এক। এরপরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে চড়ানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী মেথিও ২৭:৪৬, মার্ক ১৫;৩৪

যখন যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে চড়ানো হলো তখন তিনি বলেছিলেন "এল্লাই এল্লাই লামা সানজানি।"

কথাটি কেমন শোনায়?

- 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?"
- যিহোবা! যিহোবা,কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?
- যীশু যীশু কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' বরং যদি এটার আরবি অনুবাদ করে তাহলে হবে এর সঠিক অনুবাদ
- 'আল্লাহ আল্লাহ, লামা তারাক্তানি।'

আরবি এবং হিব্রু একই ধরনের ভাষা, এখানেও শুনতে একই রকম শোনায়। তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছেন, বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী যখন তাকে ক্রুসে চড়ানো হয়েছিল তিনি তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ'। সে জন্যে আমরা মুসলিমরা স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকি। ইংরেজিতে God বলিনা বা অন্য কিছু ও বলিনা। যীশুখ্রিস্ট ঠিক এ নামেই ডেকে ছিলেন।[7]

৩.শিরক

কুরআন থেকে ;

- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.

[7] ড.জাকির নায়েক হাফি এর লেকচার থেকে সংগৃহীত

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে তো এক মহাপাপ করল।"সূরা নিসা ৪৮

- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থঃ "আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে শরীক করল সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর চলে গেল।"

নিসা ১১৬

আল্লাহ চাইলে যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে শরীক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। আল্লাহর সাথে শরীক করলে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। তার মানে 'শিরক' হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ।

বাইবেল থেকে;

একই কথা পবিত্র বাইবেলে– "আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো মূর্তি তৈরি করো না। উপরের আকাশ থেকে নিচের পৃথিবী থেকে, আমার প্রতিমূর্তি তৈরি করো না। অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ। হেফ্রোডাজ ২০;৩-৫

একই কথা আছে

'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না।'

"উপরের আকাশমণ্ডলি" থেকে নিচের পৃথিবী থেকে অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।" ডিওটরনমী ৫, /৭৯- এ তার মানে মহান প্রভুর প্রতিমূর্তি তৈরি করা ও তার সামনে নতজানু হওয়া পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে বারণ করা হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থের আইন ভঙ্গ করে কিছু খ্রিস্টান বলেন যে, যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" । একথা স্পষ্ট করে যীশু একবারও বলেননি। পুরো বাইবেলের কোথাও যীশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে, নিজের মুখে বলেননি যে, আমি ঈশ্বর।

সত্যধর্মের প্রধান শিক্ষা হলো: স্রষ্ঠা বা আল্লাহ কে এক বলে বিশ্বাস করা এবং কাউকে তার সমকক্ষ মনে না করা।

৪.শুভেচ্ছা

যীশুর ধর্মে:

ঈসা মসিহ তাঁর অনুসারীদেরকে ‘হিব্রুতুস সালামালাইকুম’’–যার অর্থ–"আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক" বলে অভিবাদন জানালেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বইয়ে উল্লিখিত নবীদের মতই ছিল এই অভিবাদন।

″যীশু আবার তাদের বললেন, ″তোমাদের শান্তি হোক″—জন 20:19

ইসলাম ধর্মে:

ইসলাম যারা ঘরে প্রবেশ করে তাদের সবাইকে শান্তির শুভেচ্ছা জানাতে নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের একে অপরকে শান্তির সাথে অভিবাদন করার নির্দেশ দেন: যখনই মুসলমানরা একে অপরের সাথে দেখা করে, তারা এই অভিবাদন ব্যবহার করে।

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (৬,৫৪)

আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিনঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

৫.পবিত্রতা

ইসলাম ধর্মে

নামাযের জন্য অযু আবশ্যক:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের নিয়ত কর, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও অগ্রভাগ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, তোমাদের মাথা মুছে ফেল এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা ধৌত কর..."-05:06

পরিচ্ছন্নতার জন্যে নবীজি বলেছেন যেন নামাজ পড়ার জায়গাটি পরিষ্কার থাকে।

যীশুর ধর্মে:

আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করার আগে, যীশু তাওরাতের শিক্ষা অনুসারে তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ধৌত করতেন। অন্যান্য নবীও প্রার্থনা করার আগে অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ধৌত করতেন—

"এবং তিনি মিলন- তাম্বু ও বেদীর মাঝখানে জলাশয় স্থাপন করলেন এবং তাতে ধোয়ার জন্য জল রাখলেন, যা দিয়ে মূসা এবং হারুন এবং তাঁর পুত্ররা তাদের হাত ও পা ধুয়েছিলেন... যেমন প্রভু মোশিকে আদেশ করেছিলেন।

আদম তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের হাত ও পা ধুয়ে নিল, আর যখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করলো, যেখানে তারা প্রভুর সামনে যাওয়ার আগে হাত পা ধুয়ে নিল।" Exodus 40:30-32:

তাহলে মানবজাতির অযু করার প্রয়োজন রয়েছে।

মুসলিমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি। আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই, আর পাশাপাশি এটি একটি মানসিক প্রস্তুতি।

খ্রিস্টানরা এমন জাতি যাঁরা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন নির্দেশাবলি মেনে চলেন, এক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। কারণ আমরা বাইবেলকে বেশি

মানি। বাইবেল যেভাবে বলেছে নামায আদায়ের সময় হাত মুখ ধুতে, আমরা সেভাবে অযু করি।

৬.পবিত্র স্থানে জুতা খোলার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলছেন-

"সে যখন আগুনের কাছে এলো একটা শব্দ শুনতে পেল, হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার রব, তোমার জুতো খুলে রাখ কারণ, তুমি এখন পবিত্র তুর পাহাড়ে রয়েছে।"

আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তার জুতো খুলে রাখতে। কারণ জায়গাটি পবিত্র।

বাইবেলে

"তুমি কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে রাখ। কারণ তুমি যেখানে দণ্ডায়মান আছ তা পবিত্র জায়গা।"হেক্সোডাজ ৩. ৫

একজন মুসলিম খালি পায়ে নামাজ আদায় করতে পারে, আর জুতো পরে নামাজ আদায় করতে হলে জুতোর তলা পরিষ্কার করতে হবে।

৭.সিজদা

যীশুর ধর্মে

গসপেলে যিশুকে প্রার্থনার সময় সেজদা করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম, মূসা, হারুন, যিহোশূয়, ইলিয়াস প্রার্থনায় মুখের উপর পড়েছিলেন বলে রেকর্ড করা হয়েছে। "এবং একটু দূরে গিয়ে তিনি মুখের উপর উপুড় হয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে যাক; তবুও, আমি যেমন চাই না, তবে তোমার ইচ্ছা মতো।" -মথি 26:39

"ইব্রাহীম মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন"

জেনোসিজ, ১৭;৩

এছাড়াও মূসা আর হারুন মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন।" নাম্বারস ২০;৬

“যসোয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেন।”

যসোয়া, ৫;১৪.

ইসলাম ধর্মে

নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো সিজদা করা। আর মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, আমাদের মন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আমাদের শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমি চাইলে আমি আমার হাত ওঠাতে পারবো, আবার নামাতে পারবো। এক পা সামনে যেতে পারবো, আবার আসতে পিছনে পারবো। আমাদের শরীর সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু মন সব সময় ঘুরে বেড়ায়, মন সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে আপনার শরীরটাকে বিনীত করতে হবে। এর জন্যে ভালো উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উঁচু অংশটা অর্থাৎ কপাল একেবারে মাটিতে লাগিয়ে দিন এবং বলুন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সবার উপরে'।[৪]

আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন:

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর।

—আন-নাজ্‌ম - ৬২

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طويلا সিজদা করুন রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন

[৪] ড.জাকির নায়েক হাফি এর লেকচার থেকে সংগৃহীত

"সকালে এবং সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং তাকে সিজদা করুন এবং রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"

একজন সার্কাসের লোক ভালোভাবে মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে পারবে না যেভাবে মুসলিমরা করেন। এবং যেভাবে যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনা করেছিলেন।

৮.দানশীলতা

প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম, যারা ধনী, সম্পদশালী আর যাদের সঞ্চয় তাদের নিসাবের চেয়ে বেশি।তারা তাদের সঞ্চয়ের ২.৫০% প্রত্যেক হিজরি সালে অসহায় ও গরিবদের মাঝে দান করে দেবেন,এটা আবশ্যিক। প্রত্যেক সম্পদশালীর জন্যে যাকাত দেওয়া ফরজ।

إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِفُقَرَاء وَالْمَسْكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو يَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والغيرِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ .

L অর্থঃ যাকাত পাবে ফকির, দাস, গরিব, ধনী, মুসাফির, মিসকিন, অভাবী, যেসব লোক সবার কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে। যারা অন্য ধর্ম থেকে এসেছে ইসলাম ধর্মের পথে, দাসদের মুক্তির জন্যে যাকাত দেয়া যায়। যাকাত পেতে পারে মুসাফির, যেসব লোক বিদেশে অবস্থান করে অথবা আল্লাহর পথে চলে।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাকাত আদায় করে তবে, পৃথিবীতে দারিদ্র্য বলে আর কিছু থাকবে না। তখন একজন মানুষও আর না খেয়ে মারা যাবে না। পবিত্র কুরআন আরো বলছে।

সূরা আল-হাশর,৭ –

كَى لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

আয়াত নং

অর্থ: "ধনীদের ঐশ্বর্য কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তন হবে না।"

"কিছু লোক আছে যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। তাদেরকে মর্মবিদারী শাস্তির সংবাদ দাও; তাদের সম্পদে জাহান্নামের আগুন থেকে আগুনের উৎপন্ন হবে, আর সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন দাগ দেওয়া হবে তাদের পিঠে, কপালে এবং সামনে আর তাদের বলা হবে এই সম্পত্তি তোমরা জমিয়েছিলে, এখন এ সম্পত্তির স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো।" সূরা তাওবা;৩৫

নিজের স্বার্থে সম্পদ জমিয়ে রাখার অনুমতি ইসলামে নেই।

খ্রিস্ট ধর্মে

ঠিক একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে; "তোমরা দান করো, দান করলে অপরাধের মাত্রা কমে যায়।"ফাস্ট পিটারস ৪;৮

যীশু দাতব্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যা "(দশম)" নামে পরিচিত, যা উদযাপনে ঈশ্বরকে বার্ষিক ফসল থেকে ফেরত দেয়া আবশ্যক ছিল।

"আপনি আপনার বীজের সমস্ত ফলনের দশমাংশ দেবেন, যা বছরে ক্ষেত থেকে আসে।"-দ্বিতীয় বিবরণ 14:22-

৯.উপবাস

ইসলাম ধর্মে

ياايهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. অর্থঃ "তোমাদের জন্যে রোযার বিধান দেওয়া হলো, যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা শিখতে পার আত্মসংযম।" সূরা বাকারা,১৮৩

এ বিধান করা হয়েছে যাতে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। 'আত্মসংযম' করা যায়। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 'যদি ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে বেশিরভাগ আকাঙ্ক্ষাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।'

খ্রিস্ট ধর্মে

একই রকম কথা আছে

মোথিও, ১৭, ২১, মার্ক, ৯. ২৯ এ,

মানুষকে উপবাসের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে"।

এটি পূর্ববর্তী নবীদের রীতি অনুযায়ী ছিল। মূসা আ: এর রোজা রাখার কথাও লিপিবদ্ধ আছে।

গসপেল অনুসারে, যীশু 40 দিন উপবাস করেছিলেন–

"এবং তিনি চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত উপবাস করেছিলেন এবং পরে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন।"- মথি 4:2:

১০.সুদ

খ্রিস্ট ধর্মে

"যদি তুমি আমার প্রজাদের মধ্যে গরীব কাউকে টাকা ধার দাও, তবে তুমি তার কাছে মহাজনের মত হবে না এবং তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।"। Exodus 22:25–

"যে তার টাকা সুদে বের করে না এবং নিরপরাধের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয় না। যে এই কাজ করে সে কখনই সরে যাবে না।"

–গীতসংহিতা 15:5

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّفَ وَأَمَ اللهُ فَلَهُ مَا سَلَّفَ وَأَمْ اللهِ وَمْ اللهُ أَلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা হ তা আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

সূরা বাকারা ২৭৫

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আল্লাহ তা আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

১১. পর্দা

যীশুর ধর্মে:

পবিত্র বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন; এ আছে, "প্রাচীনকাল থেকে বলা হচ্ছে তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। আর এখন আমি তোমাদের বলছি যদি কোনো পুরুষ কোন মহিলার দিকে কোনো লালসার দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে সে মনে মনে ব্যভিচার করে ফেলেছে।

মথিও ৫;২৭-২৮

তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন,

'তোমরা কোনো মহিলার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাবে না।' পর্ববর্তী নবীদের আশেপাশের নারীদের রীতি অনুযায়ী যীশুর চারপাশের মহিলারা নিজেদেরকে পর্দা

করতেন। তাদের পোশাক ঢিলেঢালা ছিল এবং তাদের শরীর সম্পূর্ণভাবে ঢাকতো এবং তারা স্কার্ফ পরত যা তাদের চুল ঢেকে রাখত।

"আর রেবেকা চোখ তুলে ইসহাককে দেখে উট থেকে নামলেন এবং চাকরকে বললেন, "সেই লোকটি কে, আমাদের সাথে দেখা করতে মাঠে হাঁটছে?" দাস বলল, এটা আমার উস্তাদ তাই সে তার ওড়না নিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলল"

জেনেসিস 24:64-5

ব্যভিচার বেঁচে থাকা খ্রিস্ট ধর্মেরও একটি ইবাদাত ।

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

অর্থঃ "তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা খারাপ কাজ। আর অন্য খারাপ কাজের পথ খুলে দেয়।" সূরা ইসরা, ৩২

কোরআনে প্রথমে পুরুষের পর্দার কথা বলা হয়েছে;

"মুমিন লোকদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত করে ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করে।" –সূরা নূর, ,৩০

দৃষ্টি অবনত করা হলো পুরুষের হিজাব।

মুমিন নারীদেরকে তাদের জামাকাপড় ঢেকে রাখার এবং তাদের মাথায় ও বুকে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظهر مِنها...

"বিশ্বাসী নারীদের বলুন যেন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গকে রক্ষা করে এবং তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, যা সাধারণত দেখা যায়, এবং তাদের মাথার স্কার্ফ তাদের বক্ষের উপর টেনে নেয়..."24:31

১২.বহুবিবাহ

খ্রিস্টধর্মে

হযরত ঈসা আ: এর মুখে বহুবিবাহের বিরোধিতা করার কোনো নথি নেই।

· হযরত আব্রাহামের (2) স্ত্রী ছিল।

আদিপুস্তক 16

· হযরত দাউদের (২) স্ত্রী ছিল।

স্যামুয়েল ২৭:৩

· হযরত সলোমনের (৭০০) স্ত্রী ছিল।

১ কিংস ১১:৩

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বহুবিবাহকে সর্বোচ্চ চার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। তাদের মধ্যে ন্যায্য ও ন্যায়বিচার প্রয়োজন।

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة... "দুজন, তিন বা চারটি নারীকে বিয়ে কর যারা তোমাদের খুশি করে। কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি মাত্র বিয়ে কর।"

—৪:৩

১৩.অ্যালকোহল

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত প্রকাশে সংরক্ষিত হয়েছে কুরআনে

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)05:90(

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

যীশুর ধর্মে

মুসা আ: ও যীশু অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় থেকে বিরত ছিলেন এবং লিপিবদ্ধ নির্দেশাবলী অনুসারে এটি পান করেননি।–Numbers 6:1-4

'মদ একটা প্রতারক'।–প্রভার্স, ২০:১ 'তোমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ো না।" তাহলে বাইবেল বলছে 'মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না।' এফিসেন্স, ৫;১৮

১৪.শুয়োরের মাংস

যীশুর ধর্মে

যীশু শুয়োরের মাংস (শুয়োর) খেতেন না। তিনি মূসার আইন অনুসরণ করেছিলেন যারা শুকরের মাংস খেতেন না।

"এবং শুয়োর, কারণ এটির পায়ের খুর দু'ভাগ করা, কিন্তু তারা জাবর কাটে না, ঐসব জন্তু খাবে না। আপনার জন্যে তা অপবিত্র। তাদের মাংস আপনি খাবেন না, এবং তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করবেন না; তারা আপনার কাছে অশুচি।"

লেবীয় পুস্তক 11:7-8

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী আইনে শুকরের মাংস এবং এর পণ্য নিষিদ্ধ।

إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الجنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্ত যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক

অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। –02:173

১৫.রক্ত

যীশুর ধর্মে

যীশু রক্তযুক্ত কিছু বা রক্ত খাননি। যেমনটি আল্লাহ তাওরাতে হযরত মুসা আ: কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

"শুধু তুমি রক্ত খাবে না; তুমি তা পৃথিবীতে জলের মত ঢেলে দেবে।"

দ্বিতীয় বিবরণ 12:16

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত প্রকাশে সংরক্ষিত হয়েছে আল কুরআনে –

قل لا أجد في ما أوحي إلى مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم جنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আপনি বলে দিন,যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্গন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। –06:145

১৬.খৎনা

যীশুর ধর্মে

ওল্ড টেস্টামেন্টে:

পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী যীশুর খৎনা করা হয়েছিল,যে ঐতিহ্য নবী

হযরত ইব্রাহিম আ থেকে শুরু হয়েছিল।

"এবং আট দিনের শেষে, যখন তাকে খৎনা করানো হয়েছিল, তখন তাকে যীশু বলা হয়েছিল, তার গর্ভে গর্ভধারণের আগে দেবদূতের দেয়া নাম।" লূক 2:21

খৎনা যীশুর সুন্নাহ। অথচ বেশিরভাগ যিশুর অনুসারী দাবীদারদের খৎনা করা হয় না।

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঈসা আ এর শিক্ষা অনুসরণ করে সকল মুসলমানের খৎনা করা হয়।

নবী মুহাম্মদ সা এর হাদীসে আছে,

"এমন পাঁচটি অভ্যাস রয়েছে যা সব নবীদের সুন্নত, তার মাঝে একটি হলো খৎনা করা।

৩: রিসালাত

যীশু খ্রীষ্টের পরিচয়

প্রশ্ন: যীশু খ্রীষ্ট কে?

- তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও নবী।[9]'
- তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন।'[10]

[9] সুরা মায়েদা- ৭২,৭৫, ১১৬,মথি ১৫;২৪ , লুক ৭;১৬

[10] সূরা আম্বিয়া ৯১

- তার উপর আল্লাহ তাআলা ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছিলেন।
- তিনি আদম আ এর ন্যয় পিতা ছাড়া অলৌককভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[11]
- তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন,অন্ধের চোখের শক্তি

ফেরাতেন ও লোকদের কুষ্ঠরোগ ভাল করতেন।[12]

- তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি, মৃত্যুবরণও করেননী বরং আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন[13]
- হাদিসমতে, ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি দুনিয়ায় আসবেন হজরত মুহাম্মাদ (স.)–এর উম্মত হয়ে; অতঃপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর রওজার পাশেই তাঁর দাফন হবে।

প্রশ্ন:যীশু খ্রীষ্টের অন্যান্য উপাধি কি?

ঈসা ইবনে মরিয়ম (عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ) আল-মসীহ (المسيح) আল-মসীহ ঈসা (المسيح عيسى) রুহুল্লাহ (رُوحِ ٱللَّهِ) কালিমাতুল্লাহ (كَلِمَةِ ٱللَّهِ)

প্রশ্ন:যিশু খ্রিস্টের মাতা কেছিলেন?

উত্তর:মারিয়াম আ: বা মেরী' যাকে আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের সমস্ত নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন।[14]

---

[11] সূরা–মারিয়ামের–১৭–৩০, সুরা আলে–ইমরানের– ৪৭,৫৯

[12] আল ইমরান ৪৯, মাইদা ১১০,মথি–২৭:৫৩,মথি– ১২:২২,মার্ক–৪:৩৯ ও যোহন–১১:৪৩

[13] আন নিসা – ১৫৭

[14] আলে ইমরান – ৪২

প্রশ্ন:যীশু খ্রীষ্ট কি নিজেকে ঈশ্বর মনে করতেন?

উত্তর:না, বরং তিনি বলেন:

১.আমার পিতা আমার চেয়ে মহান। জন, ১৪: ২৮

২"আমার পিতা, যারা তাদের আমাকে দিয়েছেন, তারা সবচেয়ে বড়, এবং কেউ তাদের হাত থেকে বাইরে তুলতে পারে না।"

: জন, ১০;২৯

৩: আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়াই। ম্যাথিও,১২; ২৮

৪: "কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের উঁচু দিয়ে অসুর বাইরে বহু হেঁটে দেই, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গিয়েছে অনুভূত হবে।"লুক,১১;২০

৫: "আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

জন, ৫;৩০

"তিনি কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলেননি।

যীশুকে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম নির্দেশ কি?

৬:প্রভু আমাদের প্রভু। তিনি কেবলমাত্র একজন।

রেফা: মার্ক, ১২: ২৯

অথচ চার্চ কে যীশুর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা যিশুর কথা বাইবেলের বিপরীতে বলবেন, যিশু তিন খোদার একজন, তার উপর বিশ্বাসেই রয়েছে মুক্তি(?!)।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কুরআন এবং বাইবেলের বক্তব্যে যীশুর পরিচয় এক যে, তিনি আল্লাহর একজন প্রেরিত দূত। তিনি কখনো বলেননি যে তিনি ঈশ্বরের

ঔরসজাত পুত্র।যীশুকে বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী রূপক অর্থে পুত্র বলা যেতে পারে কিন্তু ঔরসজাত পুত্র বললে সেটি হবে ঈশ্বর প্রেরিত ভাববাদী যীশুর ও কুরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

যীশু ও পৌলের ধর্ম ভিন্ন নয় তো!

প্রশ্ন:সেন্ট পোল কে?

উত্তর:সেন্ট পল ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। তার পূর্বের নাম ছিল শৌল। সাধু শৌল প্রথম জীবনে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদী।কিলিকিয়ার ভার্য শহরে তার

জন্ম, এই শহরেই তিনি বড় হন শিক্ষক গমলিয়েলের কাছে তিনি ইয়দিধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন তিনি কঠোরভাবে ইহুদি নিয়ম-কানুন পালন করতেন। ইহুদি মহাপুরোহিত ও ধর্ম নেতাদের আদেশে খ্রিস্টানদের বন্দী করতে তিনি দামেস্ক শহর থেকে চিরশালেও শহরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার চারদিকে স্বর্গ থেকে উজ্জ্বল আলো পড়লো, আর তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি শুনতে পেলেন কেউ যেন তাকে বলছেন, "শৌল শৌল, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভূ আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি নাসরতের যীশু যাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ" তখন শৌল বললেন, "প্রভূ আমি কি করব?" প্রভু বললেন, "ওঠো,দম্মেশকে যাও, তোমার জন্য যা ঠিক করে রাখা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে" তখন তার সঙ্গীরা তাকে দম্মেশকে নিয়ে গেল কেননা শৌল অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সাধু অননিয়

নামে একজন খ্রিস্টভক্ত দুআ দিলে শৌল দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন ।তখন শৌল বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং পৌল নাম গ্রহণ করলেন। এরপর শৌল খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন: Acts 9:3-9, NIV[15]

[15] বিস্তারিত:বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান

সে প্রকাশ্যে নিজেকে যীশুর অনুসরণীয় ও অনুগত হলেও বাস্তবে দেখা যায় সে যিশুর শিক্ষাকে বিকৃত করেছে।

কথাটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে! সে তো তার গস্পেল গুলোতে যিশুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে তাহলে তার ব্যাপারে এমন মন্তব্য কেন! আসলে সে খুবই কৌশলে নিজেকে যীশুর ভক্ত দাবি করে যীশুর মূল ধর্মকে পরিবর্তন করে একটি নতুন ধর্মের আবর্তন করেছে।

প্রশ্ন:পোল কি নিজের কথায় সত্যবাদী ছিলেন না?

উত্তর:তিনি নিজেই তার মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন;

"For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?"

কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?

–রোমান৩/৭

ঈশ্বরের গৌরব বনর্ণা করতে মিথ্যার কি প্রয়োজন! তিনি তো সত্যিই প্রশংসিত। বরং পোল ‘ধর্মের নামে মিথ্যা বলা’কেই কৌশলে শিকৃতি দিলেন।

তিনি আরো বলেন:

‘কেননা, হে ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিষয় তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা মানুষের মতানুযায়ী নয়। কেননা আমি মানুষের নিকট হইতে তাহা গ্রহণও করি নাই, এবং শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি।’’

গালাতীয়-১/১১-১২

উপরের বক্তব্যে পল স্বীকার করেছেন যে তিনি ইঞ্জিলের লেখক।

এতে প্রমাণিত হয় , তিনি ঈসা মাসীহ ও আল্লাহর নামে যা কিছু বলেছেন সবই মিথ্যা বলেছেন। বস্তুত এ সবই তার লিখিত , ঈশ্বরের বাণী বা যিশুর বাণী বলে এগুলোকে তিনি চালাতে চেয়েছেন।

ঈসায়ী ধর্ম ও পলীয় ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

"শরীয়ত পালন" ঈসা মাসীহ কঠোরভাবে শরীয়ত পালন করতেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং শরীয়ত পালন ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না বলে প্রচার করেছেন।

অথচ সেন্ট পোলের পরিষ্কার বক্তব্য: শুধু মনের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি মুক্তির জন্য যথেষ্ট, শরীয়ত শুধু বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য। শরীয়ত সকলকে পাপের মধ্যে আবদ্ধ করে, শরীয়তই পাপের উৎস, শরীয়ত পালন করে কেউ ধার্মিক হতে পারে না; বরং পাপী ও অভিশপ্ত হয়। অর্থাৎ ঈসা মাসীহ-সহ সকল নবী ও তাঁদের অনুসারীরা পাপী ও অভিশপ্ত!

প্রশ্ন:শরিয়ার ব্যাপারে পৌলের বক্তব্য কি?

পৌলের বক্তব্য;

- "শরীয়াহ্ পালনের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন না, বরং ঈসা মসীহের উপর ঈমানের জন্যই তা করেন। ... শরীয়ত পালন করবার ফলে কাউকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে না।" (গালাতীয় ২/১৬)
- "ব্যবস্থার কার্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্ ধার্মিক গণিত হয়" (রোমীয় ৩/২৮। পুনশ্চ রোমীয় ১০/১০)
- "শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ (the scripture hath concluded all under sin) (গালাতীয় ৩/২২)
- "ব্যবস্থার (শারিয়া) কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না; কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে" (রোমীয় ৩/২০)

- "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার (শরীয়তের) ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন।" (গালাতীয় ৩/১০-১৩)
- তিনি দাবি করেন যে, শরীয়তই সকল শত্রুতা ও হানাহানির কারণ এবং যীশু শরীয়ত বিলোপ করতে এসেছিলেন:
- "শত্রুতাকে, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলারূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন (abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances)।" (ইফিষীয় ২/১৫)

বিধিবদ্ধ আজ্ঞা বা শরীয়ত কী? শির্ক করিও না, ব্যভিচার করিও না, হত্যা করিও না...। পলীয় খৃস্টধর্মে এগুলি মান্য করা পাপ ও অভিশাপ! তাহলে শির্ক করা, ব্যভিচার করা, হত্যা করা... ইত্যাদিই পাপ ও অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায়!

প্রশ্ন:শরিয়ার ব্যাপারে যীশু মাসীহের বক্তব্য কি?

উত্তর:যীশু মাসীহের বক্তব্য সাধুর বচনের সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু বিশ্বাসে মুক্তি মিলবে তা কখনোই মাসীহ বলেন নি। শত বিশ্বাস থাকলেও সামান্যতম শরীয়ত লঙ্ঘন করলে জান্নাত মিলবে না বলে তিনি প্রচার করেছেন।

যীশু বলেন:

- "মনে করো না আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।... মূসার শরীয়তের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ শরীয়তের হুকুমগুলো পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে বড় বলা হবে। আমি তোমাদের বলছি, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।" (মথি ৫/১৭-২০)

ঈসা মাসীহ বারংবার বলেছেন যে, আজ্ঞা, বিধান বা শরীয়ত পালনই জান্নাতের একমাত্র পথ।

- "যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে... বুদ্ধিমান..। আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে.. সে নির্বোধ (মথি ৭/২৪, ২৬)
- "এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল,... অনন্ত (আখেরী) জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? তিনি তাহাকে কহিলেন:... তুমি যদি (আখেরী) জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর তবে আজ্ঞা সকল পালন কর (মথি ১৯/১৬-১৭; লুক ১৮/১৮-১৯)

সেন্ট পলের দাবি: যীশু শরীয়ত লোপ করতে এসেছিলেন। কিন্তু যীশু বললেন তিনি লোপ করতে নয়, পূর্ণ করতে এসেছিলেন। সাধু পল বললেন, শরীয়ত পালনকারী পাপী ও অভিশপ্ত। আর যীশু বললেন শরীয়তের ক্ষুদ্রতম বিধান লঙ্ঘনকারী পাপী ও অভিশপ্ত।

আজকাল, শুধুমাত্র মুসলমানরাই প্রকৃতপক্ষে যীশু এবং তাঁর প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করে ।

বাইবেলে বিশ্বনবীজী সাঃ

প্রশ্ন:খ্রিস্ট ধর্মে কি শেষ নবী মুহাম্মাদ সা: এর অনুসরন করতে বলা হয়েছে?

উত্তর:জি, বাইবেলে ইসমাইল আ: এর বংশ থেকে একজন মহান নবীর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে,

Genesis 17/17-18:

Abraham fell facedown.....Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing!" (NIV) ঈশ্বর অবরাহামকে ইসমায়েলের

বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন: "আর ইসমায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা

হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।

আদিপুস্তক১৭ :২০;

And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly, twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

"আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব (*multiply him exceedingly)* কথাটি কোনো কোনো প্রাচীন আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ: "আমরা তাহাকে বৃদ্ধি করিব মাদমাদ দ্বারা।"

৫ম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযী ইয়াম (৫৪৪ হি/১১৪৯পৃ) তার 'আশ-শিফা' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে 'মাদমাদ' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি নাম।

“আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব" এবং "আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" বাক্যদ্বয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই নুবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ ইসমাইল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইসমাইল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়।

বড় জাতি বলতে কখনোই স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বুঝানো হয় নি।স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধিতে কোনো মর্যাদা নেই, কারণ সকল মানুষেরই বংশবৃদ্ধি হয়। নিঃসন্দেহে এখানে বিশেষ মর্যাদাময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

তাঁর মাধ্যমে ইসমাঈলের (আলাইহিস সালাম) বংশ ও বংশের অনুসারী "অতিশয় বৃদ্ধি” পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় "বড় জাতি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন তাহলে তাকে বলতে হবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কখন ও কিভাবে ইসমাঈলকে আলাইহিস সালামকে বড় জাতিতে পরিণত করার এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পুরণ করেছেন!!

যে স্থান থেকে তিনি উদয় হলেন

হাবাক্কুক (ভাববাদী) ৩/৩

"ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। [সেলা] আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ

God came from Teman, and (the ***Holy One from mount Paran.*** *[Selah]. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)*

উল্লেখিত 'পারণ পর্বত' ও 'পারণ' প্রান্তর মক্কার প্রান্তর, যেখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে 'পারণের পবিত্রতম' বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা প্রশংসিত তা বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised.

আদিপুস্তক ২১/২০-২১ নিঃসন্দেহে ইসমাইলের অবস্থান মক্কায় ছিল। যদ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম। উপরন্ত শমরীয় তাওরাতে সুস্পষ্টত পারানকে হিজাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫১ সালে মুদ্রিত শমরীয় তাওরাতে ইসমাইলের বর্ণনায় আদিপুস্তকের ২১/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "সে হিজাজে অবস্থিত পারণ প্রানতরে বসতি করিল।"

কিন্তূ বর্তমানে বাইবেলগুলো থেকে হিজাজ বা পারান মুছে ফেলা হচ্ছে।[16]

[16] মুফতী আরিফুল ইসলাম হাফি: এর লিখিত প্রবন্ধ থেকে

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৭-২২: "(১৭) তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। (১৮) আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের

মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (*a Prophet from among their brethren, like unto thee)* উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁহাকে যাহা বাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন (১৯) আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। (২০) কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই ,আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে,সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে[17] (২১) আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"

এ ভবিষ্যৎবাণী গুলো একমাত্র মুহাম্মাদ সা: এর আগমনের মাধ্যমেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন: ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ কি স্বীকার করেছেন যে, তোরাহ-এ যে ভাববাদী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী?

উত্তর: জি তবে তাদের কেউ কেউ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যেমন মুখাইরিক, আব্দুল্লাহ ইবনু সাল্লাম, কা'ব আল-আহবার। আর অনেকে অন্তরে সত্য বুঝেও হিংসাবশত অস্বীকার করেছে ,যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু দূরবা, হুয়াই ইবনু আখতাব, তার ভাই আবু ইয়াসির ইবনু আখতাব। আর এরূপ অস্বীকার তো খুবই স্বাভাবিক। বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক অনেক ইয়াহুদী পণ্ডিত তাঁর নুবুওয়াত ও মুজিযা

[17] প্রদত্ত আরবী পাঠ অনুসারে এর অনুবাদ বাংলা বাইবলে "মরতিে হইব"।

সঠিক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করেন নি। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) যীশুকে প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট জানতে পেরেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেন নি। বরং তাঁকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহন ১১ ও ১৮

৪:বাইবেল

বাইবেলেরপরিচয়

প্রশ্ন:বাইবেল কার বাণী?

উত্তর:বাইবেল নামক বিশাল সংগ্রহীত পুস্তকগুলোতে ২ ধরণের বাণী রয়েছে,

1. আল্লাহর বাণী- যেসব কথা আলকুরআন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জ্যপূর্ণ।
2. মানুষের বাণী- যেসব কথায় রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক ভুল, বৈপরীত্য এবং অশ্লীলতা। কেননা এটা নিশ্চিৎ যে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের বাণীতে এসব বিয়য় থাকা অসম্ভব ব্যাপার।

ইতিহাসে বাইবেল

প্রশ্ন:যিশুর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত বাইবেল সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে?

উত্তর:খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাটগণ খ্রিস্ট ধর্ম ও বাইবেল পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ফলে বাইবেওগুলোর কোন অবিচ্ছিন্ন প্রমাণিত সূত্র নেই।

প্রশ্ন:নিপীড়িত যুগের পর বাইবেল যে বাইবেল গুলো অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো কি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য?

উত্তর:না, বরং তারা কয়েকটি সম্মেলনের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থ নির্বাচন করেন;

- ৩২৫ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের[18] (রাজত্ব: ৩২৩-৩৩৭ খৃ) সময়ে নিকীয়া (Nicaea) শহরে খৃস্টান বিশপ-যাজকদের প্রথম সাধারণ মহা-সম্মেলন (ecumenical council) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল–

'বাইবেলের সন্দেহভাজন গ্রন্থাবলি বা বাইবেল নামে প্রচলিত "জাল" পুস্তকগুলি সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।' সম্মেলনে উপস্থিত (তিনশতাধিক) বিশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর নিজের ১৪টি গ্রন্থ জাল বা সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিকে বাইবেলের পুস্তক বা ঐশী পুস্তক বলে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না।

- এর মাত্র ৩৯ বৎসর পরে ৩৬৪ খৃস্টাব্দে লোডেসিয়ায় আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ উপর্যুক্ত ১৪টি 'জাল' পুস্তকের মধ্যে প্রথম ৭টিকে (১-৭ নং) বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেগুলিকে নিকীয় মহাসম্মেলনে 'জাল' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এগুলি জাল নয়, বরং বিশুদ্ধ। অবশিষ্ট ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) এ সম্মেলনেও জাল ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তারা এ সিদ্ধান্ত একটি সাধারণ পত্রের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন করেন।

[18] Constantine the Great) ২৮৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১২ খৃস্টাব্দে রোমের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন।

- এর ৩৩ বৎসর পর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন 'কার্থেজ' সম্মেলন নামে পরিচিত। উপরের উভয় সম্মেলনে যে ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) জাল ও সন্দেহজনক বলে গণ্য করা হয় এ সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ সেগুলিকেও আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। এভাবে উপরের ১৪টি জাল পুস্তকের সবগুলিকেই তারা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ এবং খৃস্টানদের জন্য অবশ্য মান্য ও পালনীয় বলে ঘোষণা করেন। ১৪টি পুস্তক সহ মোট ৭৩টি গ্রন্থ "পবিত্র বাইবেলের" অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঐশ্বরিক ও অবশ্য পালনীয় ও অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় সুদীর্ঘ প্রায় ১২০০ বৎসর যাবত।[19]

- এরপর খৃস্টীয় ১৬শ শতকের মাঝামাঝি প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তারা ৭ টি গ্রন্থ জাল, অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল গণ্য করে ।এছাড়া তারা 'ইস্টেরের বিবরণ' (The Book of Esther)-এর কিছু অংশ বাতিল বলে গণ্য করেন এবং কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তারা বলেন যে, প্রথম ৯ টি অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ শ্লোক ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করছে ও দাবী করেছে, সে সকল গ্রন্থের মূল উৎস হারিয়ে গিয়েছে এবং শুধু অনুবাদগুলি রয়েছে, যেগুলিকে ইয়াহুদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানেন না, যেগুলির ঐশ্বরিক বা প্রেরণালব্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং এ সকল কারণে যে সকল পুস্তককে প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ জাল বা সন্দেহজনক বলে ঘোষণা

[19] কেউ এগুলির একটি শব্দ বা বাক্য সম্পর্কে সন্দেহ করলে বা এর কোনো অর্থে বিপরীত কথা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা ভূগোলের নামে বললে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো বা অনুরূপ কঠিন শান্তি প্রদান করা হতো।

করেছেন, সেগুলিকেই আবার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ ঐশী বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে অবশ্য মান্য ও অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন।

এ সকল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, বাইবেলের ধর্মগ্রন্থগুলির অশুদ্ধতা ও অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিদের মতামতই সঠিক।

প্রশ্ন:বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলগুলো কি সব খ্রীষ্টিয়ানের কাছে স্বীকৃত?

উত্তর:না 'সন্দেহজনক' গ্রন্থগুলি ক্যাথলিকদের নিকট অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ইয়াহুদী ও প্রটেস্টান্টদের নিকট তা পরিত্যাজ্য জালগ্রন্থ।

প্রশ্ন:বাইবেলের যে কোনো একটি গ্রন্থের কি অবিচ্ছিন্ন সনদ রয়েছে?

উত্তর:না,গ্রন্থকার আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী খৃস্টান সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের নিকট বারংবার দাবি করেছেন যে, বাইবেলের যে কোনো একটি গ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র পেশ করুন। তারা সূত্র উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন: পুরাতন নিয়মের প্রচলিত গ্রন্থগুলো ছাড়া কি আর পুস্তক রয়েছে?

উত্তর:জি,যেগুলো প্রাচীনকাল থেকে ইহুদি সমাজে এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টান সমাজে আসমানী গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তী যুগের ইহুদি-খ্রিষ্টান পন্ডিত ও ধর্মগুরুরা সেগুলোকে 'বিশুদ্ধ' বা 'আইনসিদ্ধ' (canonical) বলে গ্রহণ করেননি। এগুলোকে তারা সন্দেহজনক, অনির্ভরযোগ্য, লুকানো বা জাল পুস্তক বলে গণ্য করেন। তবে তাদের স্বীকৃত কোনো কোনো পুস্তকে এ সকল জাল পুস্তকের উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এছাড়া স্বীকৃত বাইবেলের অনেক প্রাচীন পান্ডুলিপির মধ্যেও এ সকল সন্দেহজনক বা জাল পুস্তক বিদ্যমান।[20]

---

[20] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: *biblical literature;* উইকিপিডিয়া: *Jewish apocrypha, Biblical apocrypha, Pseudepigrapha, The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books, of Eden, Non-canonical books referenced in the Bible.* আরো দেখুন: *The Forgotten Books of Eden, by Rutherford H. Platt, Jr., [1926], full text e text at sacred-texts.com.*

প্রশ্ন:প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নতুন নিয়মের ২৭টা পুস্তক ছাড়া আর পুস্তক ছিল?

উত্তর:জি, এনকাটার সন্দেহজনক নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) প্রবন্ধে বলা হয়েছে: "সন্দেহজনক নতুন নিয়ম.. বলতে এক শতেরও অধিক পুস্তক বুঝানো হয় যেগুলো খ্রিষ্টান লেখকরা ২য় থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে লেখেছিলেন।"[21]

ওয়েবসাইটে নতুন নিয়মের দেড় শতাধিক বইয়ের তালিকা প্রদান করা আছে।

মূলত বাইবেল অনেক লেখকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি কাজ। এই কাজটি সম্পন্ন করতে ৩০জন লেখকের প্রচেষ্টায় প্রায় ১৫০০ বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে।

বাইবেল বনাম ঐশ্বরিক গ্রন্থ

প্রশ্ন:বর্তমান বাইবেলে কি ঐশ্বরিক কিতাব তাওরাত-ইঞ্জিল ও যাবুর বিদ্যমান?

উত্তর:না।ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃতির শিকার হয়েছে। এগুলো পরবর্তীদের রচনা। এমনকি রচনাগুলোর মূলকপিও সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

---

[21] উইকপিডিয়ার *The New Testament Apocrypha The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden* প্রবন্ধ থকে। *http://www.biblestudytools.com/Apocrypha/* ওয়বেসাইট এবং *http://www.interfaith.org/christianity/ Apocrypha/*

প্রশ্ন:বর্তমান বাইবেল ধর্মগ্রন্থ না হওয়ার প্রমাণ কি?

উত্তর:The origin and growth of the English bibel এর ২০ নং পেজে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, 1881 সালের সংশোধিত সংস্করণের আগের সমস্ত বাইবেলের "সংস্করণ" প্রাচীন অনুলিপিগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল - যেগুলি যীশুর মাত্র পাঁচ বা ছয় শত বছর পরে। RSV- এর সংশোধক (1952) প্রথম বাইবেল পণ্ডিত, যারা খ্রিস্টের তিন এবং চার শতাব্দীর পরে "সবচেয়ে প্রাচীন অনুলিপি" সম্পূর্ণভাবে ট্যাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সম্মত যে ডকুমেন্ট উৎসের যত কাছাকাছি সেটি তত বেশি প্রামাণিক। স্বাভাবিকভাবেই "অধিকাংশ" প্রাচীন বিশ্বাসযযোগ্য।

সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে যীশুকে স্বর্গে "উঠিয়ে নেয়া" বা "বয়ে নিয়ে যাওয়া" সম্পর্কে একটি শব্দও খুঁজে না পেয়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা RSV(1952) থেকে সেই উল্লেখগুলিকে অপসারণ করেছিলেন। উপরের তথ্যগুলি খ্রিস্টধর্মের একটি বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি যে ক্যানোনিকাল গসপেলের "অনুপ্রাণিত" লেখকরা যীশুর আরোহণ সম্পর্কে একটি শব্দও লিপিবদ্ধ করেননি। যদিও "অনুপ্রাণিত" লেখকরা রেকর্ড করে একমত ছিলেন যে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা একটি গাধায় চড়ে জেরুজালেমে এসেছিলেন যখন তাঁর মিশন শেষ হয়ে গিয়েছিল-

(মথি ২১/৭, মার্ক ১১/৭, লুক ১৯/৩৫, জন ১২/১৪).

হট- গসপেলারস এবং বাইবেল- থাম্পাররা খুবই সংকটে পরে, যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের প্রচারের মূল ভিত্তি "'যিশুর ক্রুশ আরোহণ খ্রিস্টান বাইবেলের পাণ্ডিত্যের ফলে ক্ষুণ্ন হয়েছে'।

অপরদিকে এই মৌলিক বিষয়টিকে বাদ দিয়েও

RSV- র প্রকাশকরা ইতিমধ্যেই

15,000 000 ডলারের নিরেট মুনাফা অর্জন করেছে!

এ সত্যানুসন্ধানের প্রতিবাদে প্রচারকারীরা ব্যাপক হৈচৈ করে, এবং সম্প্রদায়গত পঞ্চাশটি কমিটির মধ্যে দুটি কমিটির সমর্থনে, প্রকাশকদের ‘অন্তর্নিহিতকরণ বিষয়’গুলিকে পুনরায় ঈশ্বরের বানীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করে।

ফলে 1952- এর পর RSV- এর প্রতিটি নতুন প্রকাশনায়, বাদ দেওয়া অংশটি "পাঠ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়।"

এটি একটি পুরানো খেলা। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের "বুক অফ গড" এর শুরু থেকেই সম্পাদনা করে আসছে। তাদের এবং প্রাচীন জালিয়াতদের মধ্যে অল্প পার্থক্য হল, প্রাচীন জালিয়াতিরা "প্রস্তাবিত" এবং "পাদটীকা" লেখার শিল্প জানত না, অন্যথায় তারাও আমাদের আধুনিক নায়করা তাদের টেম্পারিং, এবং তাদের গ্লিব সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতেন। জাল মুদ্রাকে চকচকে সোনায় রূপান্তরিত করার অজুহাত।

“কিছু ব্যাক্তি দুটি সম্প্রদায়গত কমিটির প্রস্তাবে

দুটি প্যাসেজ; মার্কের দীর্ঘ শেষ (16:9-20) ... এবং লুক 24:51 পাঠ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।"

(প্রিফেস- কলিন্সের পৃষ্ঠা vi এবং vii)

"কেন 'পুনরুদ্ধার'? কারণ তাদের আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল! কেন অ্যাসেনশনের রেফারেন্সগুলি প্রথমে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল? সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে অ্যাসেনশনের কোনো উল্লেখ ছিল না।

আপনি যখন একটি RSV- তে হাত দেবেন, তখন "কমিটি" তাদের অমূল্য ভূমিকাটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যিহোবার সাক্ষীরা ইতিমধ্যেই তাদের "নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশন অফ দ্য ক্রিস্টিয়ান গ্রীক স্ক্রিপচারস" থেকে তাদের ফোরওয়ার্ডের 27টি প্রকাশক পৃষ্ঠা মুছে ফেলেছে।[22]

[22] From speech of Ahmed deedat(R.H)

প্রশ্ন:তাওরাত- ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ কি?

উত্তর:আলকুরআন থেকে–

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবে কিভাবে বিকৃতি সাধন করেছে।

ইয়াহুদী-খৃস্টানগণ তিনভাবে তাওরাত-ইঞ্জিল নষ্ট করেছে–

(ক) লুকিয়ে ফেলা/ মুছে ফেলা , আনআম 91

(খ) ভুলে যাওয়া- বিকৃত করামায়িদা: ১৩, ১৪ ও ৪১

গ) জাল কথা ও বই সংযোজন করা

বাকারা ৭৯, আল-ইমরান ৭৮

এ সকল বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভালোকথা বিদ্যমান। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো পথ নেই। এজন্য আল্লাহ কুরআনকে যাচাইয়ের মানদণ্ড করেছেন এবং এগুলির মূল শিক্ষা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত ও সংরক্ষিত করেছেন।

সূরা ৫-মায়িদা: ৪৮

বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিল (বাইবেল) বিকৃতি হওয়ার সবচেয়ে উতকৃষ্ট প্রমান নবীর কিতাবে তাঁরই মৃত্যু ও কবরের গল্প!! আমরা জানি যে, তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর অবর্তীর্ণা অথচ প্রচলিত তাহলে তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪/৫-৬-৭ অধ্যায়ে মূসা (আ)-এর মৃত্যু, দাফন, কবর, তার উম্মাতের ত্রিশ দিন শোক পালন এবং যুগের আবর্তনের মূসার কবরটি হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা কিভাবে রয়েছে!!

আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেন। ঈসা মাসীহ জীবদ্দশায় ইঞ্জিল প্রচার করেছেন (মথি ৪/২৩, ৯/৩৫, ১১/১৫, মার্ক ১/১৪, ১৫, ৮/৩৫; মার্ক ১০/২৯: লুক ৯/৬)। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির সবগুলিতেই ঈসা মাসীহের মৃত্যু, কবর, কবর থেকে বের হওয়া... ইত্যাদি বিবরণ বিদ্যমান।!

দলিলের মধ্যে যদি সুস্পষ্ট স্ববিরোধী বা সর্বজনবিদিত সত্যের বিপরীত কিছু তথ্য থাকে, তবে অন্য কোনো বিচার ছাড়াই বিচারক তাকে জাল বলে গণ্য করেন। বাইবেল জাল হওয়া খোদ বাইবেলই স্বীকার করে- কিতাবুল মোকাদ্দস প্রমাণ করে যে আল্লাহর কিতাবের জালিয়াতি হয়। ক্যাথলিকদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৭৩; কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৬৬। ৭টি বই-ই বেশি কমা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান বইগুলির মধ্যেও আয়াত ও অধ্যায়ে অনেক বৈপরীত্যা আবার প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইযবড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মধ্যে শতশত আয়াত ও হাজার হাজার শব্দের পার্থক্য।

একটি সঠিক হলে অন্যটিকে জাল অথবা সবগুলিই জাল বলতে বাধ্য।

বিকৃতির ধারাবাহিকতা, বিকৃতি ও জালিয়াতির ধারা কুরআন নাযিলের পরেও অব্যাহত আছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিগত ২০০ বৎসরের বাইবেলগুলি একত্রে অধ্যয়ন করলেই দেখবেন যে, প্রত্যেক সংস্করণেই অনেক পরিবর্তন। ভাষার পরিবর্তন নয়, বরং তথ্যের পরিবর্তন, বিকৃতি, এমনকি অনেক আয়াত বা শ্লোক পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন:বর্তমানে যে সংস্কারসাধিত বাইবেল সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়, তা কি কুরআনের চেয়ে প্রাচীন?

উত্তর: না , কুরআন নাযিলের সূচনা ৬১০ খৃস্টাব্দে । আর ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সময়ে ১৬১১ খৃস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় 'বাইবেলের' বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এটিই অন্যান্য ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল ভিত্তি। যা বর্তমানে প্রচলিত।এটি কিং জেমস ভার্শন (King James Version: KJV) এবং অথোরাইযড ভার্শন (Authorised Version: AV) নামে পরিচিত।

১৯৫২ খৃস্টাব্দে আমেরিকার ৩২ জন খৃস্টান ধর্মগুরু একত্রিত হয়ে কিং জেমস বাইবেলের ভুলভ্রান্তি দূর করে রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শন তৈরী করেন।

ধর্মগ্রন্থে ভুল ও বৈপরীত্য!!

প্রশ্ন:বাইবেল কি নির্ভুল ধর্মগ্রন্থ?

উত্তর:না,বাইবেলের ভুল ও সংশোধন বিষয়ে 'লুক ম্যাগাজিনে' (Look magazine) The truth about the bible শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সংখ্যায়। লেখক হার্টজেল স্পেন্স তার প্রবন্ধটি শুরু করেন একটি প্রশ্ন দিয়ে, 'আমরা আজ যে বাইবেলটি পড়ছি তা কতটুকু নির্ভুল?' কিন্তু গোটা প্রবন্ধে লেখক কোথাও প্রশ্নটির উত্তর দেননি।

লেখক হার্টজেল স্পেন্স বাইবেলের শুধু নতুন নিয়মের (প্রচলিত ইঞ্জিলের) ভুলের পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন,

"১৭২০ সালের দিকে এক ইংরেজ পণ্ডিত জরিপ করে দেখান যে, নিউ টেস্টামেন্টের (প্রচলিত ইঞ্জিল) দুটি সংস্করণ যেগুলো প্রোটেস্টেন্ট এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণ সাধারণভাবে পড়ে থাকেন, তাতে অন্তত ২০ হাজারের মত ভুল রয়েছে, আধুনিক শিক্ষার্থীদের মতে ভুলের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।"

খ্রিস্টান পণ্ডিত পাদ্রী ফান্ডার আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী রাহ.-এর সাথে প্রকাশ্যে বিতর্কের সময় স্বীকার করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলিতে ৪০ হাজার স্থানে ভুল আছে।

তাছাড়া ২০০০ সালে আমেরিকায়; বর্তমান আধুনিক যুগের তুলনামূলক ধর্মতত্ব বিশেষজ্ঞ ডা. জাকির নায়েক (হাফি) এর সাথে প্রকাশ্যে বিতর্ক চলার সময় খ্রিস্টান পণ্ডিত ড. উইলিয়াম ক্যাম্বল অকপটে স্বীকার করেছেন যে আমি বিশ্বাস করি বাইবেলে কিছু ভুল ও অসংগতি আছে''।

দি প্লেইন ট্রুথ' (The Plain Truth) পত্রিকার জুলাই, ১৯৭৫ সংখ্যায় John R. Schroeder তার The bible: world's most controversial book প্রবন্ধে বাইবেলের ভুল ও সংশোধনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন,

"এ সকল সুনিশ্চিত পরস্পরবিরোধী বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত/বিদেরা এমন কোনো সমাধান পেশ করতে পারেননি, যা ধর্মবিশ্বাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারে। আর মূলগ্রন্থের পাঠ বা টেক্সটের সমস্যার সমাধানে আজও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ যার-পর-নাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র বাইবেলের বিষয়ে লোকেরাই আরো সমস্যাসহ এ সমস্যাগুলোকে অস্বীকার করে থাকেন।"

প্রায় পাঁচ বছর পর হার্টজেল স্পেন্সের সেই প্রবন্ধের পর্যালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'এ্যাওয়েক' (অধিশব) নামের খ্রিস্টানদের একটি পাক্ষিক পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সংখ্যায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল?' (50,000 Errors in the Bible?)।

প্রবন্ধের লেখক বাইবেলের ৫০,০০০ ভুলের কথা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তা স্বীকার করেছেন। এমনকি বাইবেলের মারাত্মক কয়েকটি ভুল (যেগুলোর কথা হাটজেল স্পেন্স তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন) তুলে ধরে সেগুলো ভুল হওয়ার প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। অবশেষে আল্লাহর কালাম বাইবেল সংশোধনের দাবি করে বলেছেন, "অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, লেখকের (হাটজেল স্পেন্সের) প্রবন্ধে উল্লেখিত ভুলগুলো সবচেয়ে আধুনিক অনুবাদে ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে।"

প্রশ্ন:বাইবেলের বৈপরীত্য বা ভুলগুলো কি?

উত্তর:প্রচলিত গ্রন্থ-পুস্তকগুলি অগণিত বৈপরীত্য ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ন , সমস্ত বৈপরীত্য বর্ননা করা ও পাঠ করা কঠিন,

তাই অল্পকিছু উল্লেখ করছি –

1. How long will Adam live [আদম কতদিন বাঁচবেন?

(Genesis 2:17) Adam was told that if and when he eats the forbidden fruit he would die the same day.

(Genesis 5:5) Adam ate the fruit and went on to live to a ripe old age of 930 years

2. How long will the life-span of humans be |মানুষের আয়ু কতদিন হবে]?

(Genesis 6:3) God that the life-span of humans will be limited to 120 years.

(Genesis 11:12-16) Many people born after that lived longer than 120. Arpachshad lived 438 years. His son Shelah lived 433 years. His son Ever lived 464 years, etc.

3. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark? [ঈশ্বর; নূহকে কত জোড়া পরিষ্কার প্রাণী জাহাজে নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

(Genesis 6:19, 20) Two

(Genesis 7:2), Seven

(Genesis 7:8-9) But despite this last instruction only two pairs went into the ark

4.. বাইবেল বলে, যেসকল অলৌকিক কাজ মূসা এবং হারুন দেখিয়েছিলেন; যাদুকররা তাদের গোপন শিল্প দ্বারা একই কাজ করেছিল। তারপর নিম্নলিখিত ফলাফল:

(Exodus 7:20-21) Moses and Aaron converted all the available water into blood মোশি এবং হারুন সমস্ত উপলব্ধ জলকে রক্তে রূপান্তরিত করেছিলেন।

(Exodus 7:22). The magicians did the same this is impossible, since there would have been no water left to convert into blood. এটা অসম্ভব; কারণ রক্তে রুপান্তরিত করার মতো তো; পানি আর বাকী নেই।

5.. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem? যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়রা কি জেরুজালেম দখল করেছিল?

(Joshua 10:23, 40) Yes

(Joshua 15:63) No

6. Does God change his mind? ঈশ্বর কি তার মন পরিবর্তন করেন?

(1 Samuel 15:10 to 11) Yes. The word of the Lord came to Samuel: I repent that I have made Saul King....

(1 Samuel 15:29) No. God will not lie or repent; for he is not a man, that he should repent,

(1 Samuel 15:35). Yes. And the Lord repented that he had made Saul King over Israel.

লক্ষ্য করুন যে উপরের তিনটি উদ্ধৃতি সব একই বইয়ের একই অধ্যায় থেকে! তাছাড়াও, বাইবেলে পাওয়া যায়; যে ঈশ্বর আরও কয়েকটি প্রেক্ষাপটে অনুতপ্ত হয়েছেন:

i. (Genesis 6:6) The Lord was sorry that he made man.(Genesis 6:7) I am sorry that I have made them.

ii. (Exodus 32:14) and the Lord repented of the evil which he thought to do to his people

iii. (Lots of other such references).

7. Who killed Goliath? কে গোলিয়াথকে হত্যা করেছিল?

(1 Samuel 17:23, 50) David by

(2 Samuel 21:19) Elhanan

8. Who killed Saul? [শৌলকে কে মেরেছে?]

(2 Samuel 1:1-16) An Amalekite slew him.

(I Samuel 31:4-6) Saul took his own sword and fell upon it.... Thus Saul died...

9. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture? অর্থাৎ নায়ুদ যখন জোবাহ-র রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, তখন তিনি কতজন ঘোড়সওয়ারকে ধরেছিলেন?

(2 Samuel 84) One thousand and seven hundred.

(1 Chronicles 18:4) Seven thousand.

10. When did David hring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after? অর্থাৎ দায়দ যখন চুক্তির সিন্দুক জেরুজালেমে নিয়ে আসেন? সেটা পেলেষ্টাইনদের পরাজিত করার আগে নাকি পরে?

(2 Samuel 5 and 6) After,

(Chronicles 13 and 14) Before.

11.The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time? দামুসের সেনা প্রধান; তায় বর্শী তুলে এক সময়ে কত লোককে হত্যা করেছিল?

(2 Samuel 23:8) Eight hundred. by (Chronicles 11:11) Three hundred

12. Who incited David to count the fighting men of Israel? কে দায়দকে ইস্রায়েলের যোদ্ধাদের গণনা করতে প্ররোচিত করেছিল?

(Samuel 24: 1) God did by (1 Chronicles 2 1:1) Satan did.

13. in that count how many fighting men were found in Israel? সেই গণনায় ইস্রায়েলে কতজন যোদ্ধা পাওয়া গেছে?

(2 Samuel 24:9) Eight hundred thousand [আট লাখ]

(1 Chronicles 21:5) One million, one hundred thousand [এক মিলিয়ন, এক লক্ষ)

14. How many fighting men were found in Judah? নিশায় কয়জন যোদ্ধা পুরুষ পাওয়া গেছে?

(12 Samuel 24:9) Five hundred thousand.

(1 Chronicles 21:51) Four hundred and seventy thousand.

15. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine? ইশ্বর একজন নবীর মাধ্যমে; দাউকে কত বছরের দুর্ভিক্ষের আগাম জানান দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন?

(2 Samuel 24:13) Seven.

(Chronicles 21:12) Three.

16. What was the name of King Ahijah's mother? রাজা অবিঘের মায়ের নাম কি ছিল?

(2 Samuel 14:27) one daughter whose name was Tamar

(12 Chronicles 13:2) Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah

(2 Chronicles 11:20) Maachah, daughter of Absalom. But Absalom had only...

17. How many stalls for horses did Solomon have? সোলায়মানের ঘোড়ার কয়টি স্টল ছিল?

(1 Kings 4:26) Forty thousand

(2 chronicles 9:25) Four thousand.

18.How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple? মন্দির নির্মাণের কাজের জন্য শলোমন কতজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন?

(1 Kings 5:16) Three thousand three hundred

(2 Chronicles 2:2) Three thousand six hundred

19. Solomon built a facility containing how many baths? সোলায়মান কতগুলি গোসল করে; ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছিলেন?

(1 Kings 7:26) Two thousand

(2 Chronicles 4:5) Over three thousand

20. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem? অহসিয় কত বছর বয়সে জেরুজালেমের উপর শাসন করতে শুরু করেছিলেন?

(2 Kings 8:26) Twenty-two

(2 chronicles 22:2) Forty-two

21. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?

যিহোয়াধীন যখন জেরুজালেমের রাজা হন তখন তার বয়স কত ছিল?

(2 Kings 24:8) Eighteen

(2 Chronicles 36:9) Eight

22.How long did he rule over Jerusalem? তিনি কতদিন জেরুজালেম শাসন করেছিলেন?

(2 Kings 24:8) Three months.

(2 Chronicles 36:9) Three months and ten days.[23]

23.হিব্রু ১.১০-১১,শাম ১০২.২৫-২৬: আকাশ ও পৃথিবী ধংস হয়ে যাবে। এগলসিস্টিক১/৪, শাম ৭৮/৬৯: পৃথিবী চিরদিন টিকে থাকবে।

24., বিন্যামীনের কয়জন সন্তান ও তাদের নাম কী?

১ম বংশাবলি ৭:৬ "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।

১ম বংশাবলি ৮:১ "বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অম্বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।

আদিপুস্তক ৪৬:২১ "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অম্বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুল্লীম, হুপ্পীম ও অর্দ।

তাহলে বিন্যামিনের সন্তান ৩,৫ না ১০?[24]

২- অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য:

১ম রাজাবলি ৮: ২৬: "অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিলেন।

২রাজাবলি ২২:২: "অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য! দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীত-ভাবে ভুল; কারণ,

---

[23] বাইবিলের বৈপরীত্যের বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে–সংক্ষিপ্ত ইজহারুল হক,পৃ: ৪৩-৫০

[24]ইয়াহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণকে এই বৈপরীত্য নির্বাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইহারা ভুল করেছেন।

বংশাবলি দ্বিতীয় ২১;২০,২২:১-২ অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি যদি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন!! আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ভুল

প্রশ্ন:বাইবেল কি বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জ্যপূর্ণ?

উত্তর:মোটেই না ,

উইকিপিডিয়ার বাইবেল পরিচিতিতে বলা হয়েছে:

"বর্তমানে অনেক মণ্ডলী খ্রীষ্টীয় শিক্ষার একমাত্র অভ্রান্ত উৎস হিসাবে বাইবেলের ব্যবহারকে সমর্থন করে। যদিও অনেক জ্ঞানী খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গ বাইবেলে প্রচুর ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক ভুল খুঁজে পেয়েছেন।"[25]

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভুল:

- ৩য় অধ্যায়ের ১৪নং অনুচ্ছেদ এবং ঈসায়ীর ৬৫ নং অধ্যায়ে ২৫নং অনুচ্ছেদ- বলা হয়েছে, 'সাপ ধূলা খায়'। অথচ সাপ ধূলা খায় একথা কোনো ভূতাত্ত্বিক বইতেই বলা হয়নি।
- বাইবেলের অন্তর্গত লেভিটিকাসের ১১তম অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদ- বলা হয়েছে 'বিভীষিকাময় বস্তুগুলোর মধ্যে পাখিরা চার। পদবিশিষ্ট। এরা একটি বিভীষিকাময় প্রাণী।' আর কোনো কোনো বিশেষজ্ঞরা বাইবেল বিশ্বাসীদের

[25]https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2

নিদর্শন বলছেন, 'পাখি' শব্দটি হিব্রু 'উফ' শব্দের ভুল অনুবাদ। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণে বলা হয়েছে- 'পাখাওয়ালা সৃষ্টি।' কিন্তু এও বলছে, 'সকল চার পদবিশিষ্ট পোকাই হচ্ছে বিভীষিকাময়।' এগুলো আপনাদের জন্যে ক্ষতিকর।খ্রিস্টিয়ান গবেষদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানতে চাই যে,

'কোন ধরনের পোকার চারটি পা রয়েছে?' মাধ্যামিক স্তর পাস করা একজন ছাত্রও বলবে যে, পোকার পা ছয়টি। পৃথিবীতে এমন কোনো পাখি, জীবাশ্ম কিংবা এমন কোনো পোকা নেই- যাদের পায়ের সংখ্যা চারটি। অধিকন্তু, বাইবেলে এমন প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে যেন এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

- ঈসায়ী বইয়ের ৩৪তম অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদএক শৃঙ্গের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আপনি অভিধানে দেখতে পারেন যে, এক শৃঙ্গ বলতে এমন অশ্বকে বোঝায় যার শিং একটি।

পৃথিবীতে এমন ঘোড়ার অস্তিত্ব আদৌ কোথাও আছে বা ছিল কি?!

বাইবেলের কোনো একটি বিশেষ অংশ প্রভুর কথা হলেও, সম্পূর্ণ বাইবেল অবশ্যই প্রভুর কথা নয়।

- লেভিটিকাস-এর ১১তম অধ্যায়ের ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

'খরগোশ একটি জাবরকাটা প্রাণী'। আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়। অতীতে মানুষরা খরগোশের নড়াচড়া দেখে এমনটি ভাবত। এখন আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়, এছাড়া খরগোশের স্বয়ংক্রিয় পাকস্থলী নেই।

- প্রভাবস-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে,

'পিঁপড়ার কোনো শাসক বা নেতা নেই।' আজকে আমরা জানি যে পিঁপড়া একটি সুশৃঙ্খল পোকা। তাদের পরিশ্রম করার একটি বিশেষ রীতি রয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একজন নেতা থাকে, তাদের একজন অগ্রগামী এবং অনেক কর্মী বাহিনী থাকে। তাদের একজন নেতা বা শাসক পর্যন্ত থাকে। অতএব, বাইবেল যে অবৈজ্ঞানিক তাতে সন্দেহ নেই।

- মথি ৪/৮ : পৃথিবী সমতল।
- যেনেসিস,১/১৬-১৯: সাধারন ২৪ ঘণ্টা পরিমাণ ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, কুরআনে সাধারন দিনের সমান বলা হয়নি।
- জেনেসিস ১/৯-১৩ : পৃথিবী সৃষ্টি হয় তৃতীয় দিন ।
- জেনেসিস১. ১৪/১৯ : সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করা হয়েছে ৪র্থ দিন। সূর্য চন্দ্র সৃষ্টর আগে রাত দিন সৃষ্টি হওয়া অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য।
- জেনেসিস১.১১-১৩, গাছপালা হয় ৩য় দিন অথচ সূর্য সৃষ্টি ৪র্থ দিন।
- জেনেসিস ১৬:চাঁদের নিজস্ব আলো আছে, অথচ কুরআন (সূরা ফুরকান) ও সাইন্স বলে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই।
- জব ২৬/১১: আকাশের স্তম্ভ কেপে উঠবে।আকাশের স্তম্ভ কেউ কি দেখেছি কখনো! কুরআন বলছে (সূরা লুকমান ১০)আকাশ স্তম্ভহীন।
- ১ম সেমুয়েল ২/৮, জব ৯/৬, শাম ৭৫/৩: পৃথিবীর স্তম্ভ আছে

- জেনেসিস ১/২৯: সব ফল ও লতা পাতা ভক্ষণযোগ্য।

- "লেভটিকাস ১৪/৪৯-৫৩: প্লেগ বা কুষ্ঠরোগ থেকে বাঁচতে বাড়ির 4 পাশে পাখির রক্ত ছিটাতে বলা হয়েছে।" বিজ্ঞান কি বলে পাখির রোগ তো ছিটালে রোগ থেকে বাঁচা যাবে নাকি জীবাণু ছড়াবে!
- জেনেসিস ৯/১৩-১৭: পৃথিবীকে কখনো বন্যার পানিতে ডুবিয়ে দিবনা।
- লেভটিকাস১৪/৪৯-৫৩,12/1-5:

কোন মহিলা ছেলে জন্ম দিলে ৪০ দিন নোংরা থাকে। মেয়ে জন্ম দিলে ৮০ দিন নোংরা থাকে(!)

- নাম্বারস ৫/১১-৩১: ভেবিচারি চিনার উপায় -

পাদ্রি পানিতে বালু মিশিয়ে অভিশাপ দিয়ে তাকে পান করাবে, যদি ভেবিচারী হয় তাহলে তার পেট ফুলে যাবে ও সবাই তাকে অভিশাপ দিবে।[26]

বাইবেলে অশ্লীলতা

প্রশ্ন: বাইবেলেরবক্তব্য গুলো কি শালীন?

উত্তর:না বরং বাইবেলে অবৈধ প্রেম ইত্যাদি এমন খোলামেলা শব্দে আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে কোনো বিশ্বাসী খ্রিষ্টানও এ সকল কথা তার সন্তানদের পড়তে দিতে চাইবেন না।

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা বলা হয়েছে, যা চাইলে আরো ভাষায় বলা যেত। এর পাশাপাশি বাইবেলের কিছু কিছু বর্ণনা পর্নোগ্রাফির সাথে তুলনীয়।

মন্তব্যে সঠিক কিনা যাচাই করতে কিছু রেফারেন্স দেয়া হল–

The KJV Bible, Book of Genesis, Chapter 38, Verse 1-30]

ইহিস্কেল ২২/১০-১১)

যিহিস্কেল ২৩/১-২১

আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮

২য় শেমুয়েল ১১/১-৬

আদিপুস্তক৩৮/১৫-১৮

[26] ডক্টর.জাকির নায়েকের লেকচার থেকে সংগৃহীত

২য় সেমুয়েল ১৬/২০-২৩

২য় সেমুয়েল ১৩/৪-১৪

আদিপুস্তক ৩৮/৮-৯

আদিপুস্তক৯/২০-২৫ এখনো যদি কোনো ব্যক্তির ‘সম্পূর্ন বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় লিখিত বাণী’ বলে বিশ্বাস রয়ে যায়। তাহলে বাইবেলের এই শ্লোক গুলো পড়ে দেখার অনুরোধ। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য উটাহর একটি স্কুল অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ তাদের অধীনে থাকা সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে বাইবেল নিষিদ্ধ করেছে।

‘অশ্লীলতা ও সহিংসতা’ থাকায় এ গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বলেছে তারা। এর সপক্ষে একজন অভিভাবক বলেছেন, শিশুদের জন্য কিং জেমস বাইবেলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো মূল্যবোধ নেই, তাছাড়া ২০২২ সালের বই-নিষিদ্ধের আইনে থাকা সংজ্ঞা অনুযায়ী এটি ‘অশ্লীল’ও।

কিছু বই নিষিদ্ধের ব্যাপারে রক্ষণশীলদের চেষ্টা ও বিরোধিতা করা জনসাধারণের অভিযোগের মুখে গত বছর টেক্সাসের একটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টও তাদের লাইব্রেরির তাক থেকে বাইবেল সরিয়ে নিয়েছিল।

এবং কানসাসের শিক্ষার্থীরাও তাদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বাইবেল সরিয়ে নেয়ার আবেদন করেছে।[27]

[27] https://bangla.bdnews24.com/world/5erurmufra

অমানবিকতা

প্রশ্ন: বাইবেলে কি নবী (আ.) বা ভাববাদীদের সম্মান করা হয়?

উত্তর: না,বাইবেলের অনেক বাক্য নবী বা ভাববাদিদের অমর্যাদা করেছে–

তাদের খারাপভাবে চিত্রায়ন করেছে, দেখুন;

নুহ নবীর নামে... আদিপুস্তক ৯/২০

জিসায়ার নামে.. জিশাইয় ২০/২

হিজিস্কেলের নামে... ৪/১২

যীশু খ্রিস্টের নামে.... মথি ১৬/২৩

প্রশ্ন:বাইবেল কি শুধু ন্যায়বিচার শিক্ষা দিয়েছে?

উত্তর:না,বাইবেলের কিছু জায়গায় রয়েছে সৎ ও সুন্দর বাণী, যার মাঝে নর হত্যা না করার জন্য বলা হয়েছে, (মথি ৫/২১) পাশাপাশি বাইবেলের ঈশ্বর (যিনি/যারা লিখেছে)অসহায়দের উপর অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় কার্যসাধন করতে বলছে!

যোশেয়র পুস্তক (১৩/১৬)-সমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে স্বাক্ষঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খন্ড খন্ড করা হইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা হইবে।

১ শামুয়েল (১৫/১-৩)- আর শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের উপরে, ইব্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিয়ে আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে কর্ণপাত কর। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিসর হইতে উহার আসিবার সময়ে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তুমি অমালেককে আঘাত কর, ও তাহার যাহা কিছু আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক-বালিকা ও ওন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দভ সকলকেই বধ কর।'

দোষ করেছে আমালেক, তবে শুধু তাকে শাস্তি না দিয়ে.....!!

খ্রিস্টানরা অ-ইস্রায়েলদের কুকুর-শুকর বলে সম্বোধন করে: মথি (১৫/২৫-২৬),মথি (৮/২৮-৩২)

বাইবেলে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি:

মথি (৭/৬)

তারা অহিহুদিদের মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না, বরং কুকুর বলে সম্বোধন করে:মার্ক(৭/২৭-২৮)

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট

প্রশ্ন:যে গ্রন্থ ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য পাঠিয়েছেন তা কি আজকের দুনিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব?

উত্তর:না বরং তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষে সম্ভব।

যুগের আবর্তনে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছে। সাথে সাথে সম্মানিত ধর্মীয়প্রধানরাও চেয়েছেন আদিকালের বাইবেলে নতুনত্ব আনতে।

যে ঈশ্বর যুগের আবর্তন ঘটান, মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন ঘটান সে ঈশ্বরই যুগোপযোগী গ্রন্থ নাযিল করেন।

সেই সুত্র ধরে কুরআন সর্ব শেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার এই কিতাবে বলছেন, এই কিতাব আমি নাজিল করেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবকে আমি সংরক্ষন করব, মানব জীবনের এইরূপ কোন দিক নেই যার কথা কুরআনে নেই। কারণ এই কিতাবের পর আর কোন কিতাব আসবে না কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ যেমন এক তার ধর্মও এক, তার কিতাবও এক, যে কিতাব যখন এসেছে তার উপর আমল করা সেই যুগের মানুষের কর্তব্য। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত

কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের ধর্ম গ্রন্থ নয় বা আরবদের জন্যে নাযিল করা হয়নি।

কুরআন সকল মানুষের জন্য পথ পর্দশক। (সূরা বাকারা, নং-১৮৫,সূরা ফুরকান আয়াত নং-১)

এই কুরআন নাযিল হয়েছে মানব জাতির পথ নির্দেশক হিসেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য কারীরূপে।

(সূরা ইব্রাহিম ৫২,সূরা বাকারার ১৮৫,সূরা যুমার- ৪১)

প্রশ্ন:কুরআন কি অপরিবর্তিত?

উত্তর:জি,স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটিকে হুবহু সংরক্ষণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

উইলিয়াম মূর, যিনি ইসলামের একজন কড়া সমালোচক, তিনি বলেছেন, "আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যা ১২০০ বছর ধরে পবিত্র কোরআনের মতো বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। তিনি একথা বলেছেন ২০০ বছর আগে।

বাইবেল বিশ্বাসীদেরনিদর্শন

প্রশ্ন:বাইবেলের প্রকৃত বিশ্বাসীদের চেনার উপায় কি?

উত্তর:যারা নিজেদের বাইবেলের সত্যবিশ্বাসী বলে দাবী করেন বাইবেলও তাদের কাছে প্রমাণস্বরূপ কিছু নিদর্শন দাবী করে:

মার্ক ১৬/১৭-১৮:

সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কিছু নিদর্শন থাকবে -

- তারা যিশুর নামে শয়তানকে তাড়াবে ।
- বিদেশি ভাষায় কথা বলবে।
- তারা হাত দিয়ে সাপ ধরবে।

- তারা বিষপান করবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।
- অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বাইবেলের

সত্যিকার বিশ্বাসীই হতে পারে না।

ডঃ জাকির নায়েক হাফিজাহুল্লাহ এই চ্যালেঞ্জটি অনেক বাইবেল বিশ্বাসীকে নিতে অনুরোধ জানান কিন্তূ কেউ তার একটিও করে দেখানোর দুঃসাহস করেনি। জীবন মরণ বলে কথা!

তার মানে প্রমাণিত হয় বর্তমানে কোন বাইবেল বিশ্বাসী নেই!

৫: বিশ্বাস

তৃত্ববাদ

প্রশ্ন:ত্রিত্ববাদের ধারণাটির উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর:এর উৎপত্তি পৌত্তলিক ধর্মগুলোর থেকে।

মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয়নি।খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রধান খৃস্টীয় শতকগুলিতে অনেক খ্রিস্টিয়ান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাশ কখনোই ইহুদীদের মধ্যে ছিল না।

পৌত্তলিক ধর্মের সাথে ত্রিত্ববাদের স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে;

- রোমানরা সম্রাটকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিত্ব হিসাবে পূজা করতেন।
- বেবিলন সভ্যতায় তিনজন ঈশ্বরের উপাসনা করা হতো,নামনা সামান ও ইসতার

- প্রাচীন মিশরীয়রা পূজা করত তিন ঈশ্বরের-এমুন রা ও ঠা
- হিন্দুইজমেও প্রচলিত রয়েছে তিন শক্তি বা দেবতা , ব্রম্মা বিশু ও শিবা
- গ্রীক সভ্যতা তিন মাথাওয়ালা দেবী বিশ্বাস করত, অর্থাৎ তিন শক্তি।
- উত্তর ইউরোপে তিন দেবীর সমষ্টির পূজা করা হতো যা মেট্রোন নামে পরিচিত।[28]

পোল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিস্টিয়ান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন এরপর এ বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদের সমন্বয় এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ।

আলোচিত প্রতিটি সভ্যতাই আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর তাদের প্রধান বিশ্বাসকে লালিত-পালিত করছে ‘এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ দেয়া’ যিশুখ্রিস্টের অনুসারী দাবিদার খ্রিস্টানেরা!

পোল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিস্টিয়ান

প্রশ্ন:ত্রিনীটির ধারণা বাইবেলে আছে কি?

উত্তর:না, শুধুমাত্র একটি জায়গায় যুক্ত করা হয়েছিল,১ম এপিস্টল অফ জন ৫/৭

কিন্তু বাইবেলের নতুন এডিশন বাইবেলের অরিজিনাল স্ক্রিপ্টে এটি না থাকার কারনে এটি বাইবেল থেকে এই ভার্সটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

যেটি রিভাইসড করেছেন ৩২ জন উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ, যাদের সমর্থন করেছেন 50 টি আলাদা খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠী।

তারা একমত যে,এটি পরে বানানো হয়েছে, পরে যোগ করা হয়েছে, পরে তৈরি হয়েছে।

[28]https://youtu.be/fWHZxVuqCDc?si=O0lYYv7nV2d8vWXU

খ্রিস্টিয়ান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়দের কোথাও নেই । খ্রিস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এর অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খ্রিস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি।

প্রশ্ন: ত্রিনীটি খ্রিস্টানরা কিভাবে ব্যাখ্যা করে?

উত্তর: এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন এর ব্যাখ্যায় খ্রিস্টিয়ান ধর্মগুরুগণ বলেন:

There is exactly one God. There are three really distinct Persons: Father, Son, and Holy Spirit. Each of the Persons is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit'

একজন ঈশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রধামা ঈশ্বর পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন"

ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বিবিসির খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ক ওয়েবসাইটের ভাষ্য;

'ত্রিত্ববাদ একটি বিতর্কিত মতবাদ; অনেক খৃস্টানই স্বীকার করেন যে, তারা তা বুঝেন না। অন্যান্য অধিকাংশ খৃস্টানগণ তা বুঝেন বলে ধারণা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তারাই তা বুঝেন না।.. ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস খৃস্টধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিশ্বাসগুলির অন্যতম; যদিও খৃস্টানদের জন্য এটি মূল বিষয়। তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একক ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন-এরূপ ধারণা ননসেন্স বা নির্বোধ প্রলাপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আর যুক্তির বিচারে তা নির্বোধ প্রলাপই বটে।'[29]

[29]http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity

আর এ 'ননসেন্স' নিয়েই বিগত দু হাজার বৎসর ধরে খৃস্টানদের যত দলাদলি ও খুনোখুনি।

আল্লাহর একত্ব, ঈসা মাসীহের প্রেরিতত্ব (রাসূলত্ব) ও মনুষ্যত্ব বিষয়ক কিতাবুল মোকাদ্দসের এবং ঈসা মাসীহের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্য বাতিল করে 'ত্রিত্ববাদ' প্রমাণ করতে তারা জোর দেয়।

আমরা দেখেছি, পলীয় খৃস্টধর্মে শরীয়ত, ইবাদত ইত্যাদির গুরুত্ব নেই। যাজকগন ধর্মকর্মের সব কিছুতেই ছাড় দিতে প্রস্তুত। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে রাজি হন নি; তা হলো ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের একটি শব্দ নিয়ে সামান্য দ্বিধা করলেই তাকে অভিশাপ দেয়া থেকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়! এ বিশ্বাসটি এত অযৌক্তিক ও উদ্ভট যে, খৃস্টান প্রচারকগন নতুন খৃস্টানদেরকে তা খুলে বলেন না। খৃস্টধর্মের মূল কালেমা, বিশ্বাসের সাক্ষ্য বা নাইসীন ক্রীডে (Nicene creed) তৃত্তবাদ যেভাবে বলা হয়;

We believe in one God, the Father Almighty, Maker of all thing, visible and invisible; and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father, that is, of the substance of the Father, God of God, light of light, true God of true God; begotten, not made, consubstantial with the Father, by whom all things were made, both in heaven and in earth; who for us men, and for our salvation, descended, was incarnate, and was made man, and suffered, and rose again the third day: he ascended into heaven, and shall come to judge the living and the dead; And in the Holy Spirit. But the holy catholic and apostolic Church of God anathematizes those who affirm that there was a time when the Son was not, or that he was not before he was begotten, or that he was made of things not existing: or who say, that the Son of God was of any

other substance or essence, or created, or liable to change or conversion.

"আমরা বিশ্বাস করি এক ঈশ্বরে, সর্বশক্তিমান পিতা, সকল কিছুর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্য; এবং একজন প্রভূ যীশু খৃস্টে, ঈশ্বরের পুত্র & পিতার একমাত্র জন্ম দেয়া (ঔরসজাত) পুত্র (only begotten Son), অর্থাৎ পিতারই যাত বা সত্ত্বা থেকে, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্য ঈশ্বর থেকে সত্য ঈশ্বর, জন্ম দেয়া (begotten: ঔরসজাত), সৃষ্ট নয়; পিতার সাথে মূলগত সারবস্তুতে এক; যার দ্বারা সকল কিছু সৃষ্ট; আসমানে ও যমিনে, যিনি আমাদের মানুষদের জন্য এবং আমাদের পরিত্রানের জন্য অবতরণ করেন, দেহ ধারণ করেন, তাকে মানুষ বানানো হয়, তিনি দুঃখভোগ করেন, এবং তৃতীয় দিনে পুনরায় উত্থান করেন। তিনি স্বর্গে উঠেন, এবং জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আবার আগমন করবেন। এবং পবিত্র আত্মায়। কিন্তু পবিত্র মহাসম্মেলন ও শিষ্যদের অনুসারী মণ্ডলী অভিশাপ দিচ্ছে তাদেরকে যারা দাবি করে যে, পুত্র অনাদি নন- এক সময় ছিল যখন পুত্র বিদ্যমান ছিলেন না, অথবা তাঁকে জন্ম দেয়ার আগে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, অথবা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনাদি কোনো বস্তু দ্বারা; অথবা যারা বলে যে ঈশ্বরের পুত্র অন্য কোনো বস্তু বা সারবস্তুর; অথবা তিনি সৃষ্ট, বা তিনি পরিবর্তন বা রূপান্তর যোগ্য।"[30]

কিভাবে সম্পূর্ণ তিনজন পৃথক ব্যক্তি একজন হলেন তা কখনোই ত্রিত্ববাদীরা বুঝতে বা স্পষ্ট করতে পারেননি। হয়ত খৃস্টান প্রচারক আপনাকে বলবেন, যেমন মাংস, অস্থি ও রক্ত তিন বস্তু দিয়ে মানব দেহ; তেমনি পিতা-পুত্র-পবিত্রআত্মার সমন্বয়ে আল্লাহ! সম্ভবত তিনি জানেনও না যে, এ কথা বলার সাথে সাথে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে তিনি কাফির হয়ে গিয়েছেন।কারণ ত্রিত্ববাদে পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের তিন অঙ্গ বা অংশ নন; বরং প্রত্যেকে পৃথক ঈশ্বর। আচ্ছা বলুন তো মাংস, অস্থি ও রক্তকে কি বলা যায় প্রত্যেকেই পৃথক মানুষ! সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা?!

[30] (A Historical View of the Council of Nice, p 44)

প্রশ্ন:তৃতবাদ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন?

উত্তর:আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন-

এবং তারা নিশ্চয় কাফির হয়ে গিয়েছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় জন।' ৫৬ অথচ এক ইলাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

—আল মায়িদাহ - ৭৩

প্রশ্ন:যিশু বা ইসা আ: ঈশ্বর হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে কি বলা হয়েছে?

উত্তর:হযরত ঈসা আল্লাহ খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. আল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়েদায় বলেন-

অর্থ: তারা কাফের যারা বলে যে মারইয়াম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ্। অথচ মসীহ বলেন- হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

প্রশ্ন:যিশু বা হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন কি বলে?

উত্তর: এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলা সুরা তাওবায় বলেন-

অর্থ, নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে।"

ওপরদিকে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে যীশু বার বার জানিয়েছেন, ঈশ্বর এক ও তিনি বনি ইসরাইলের রাসূল। কাজেই ঈশ্বরের একত্বের বিপরীতে ঈশ্বরের

ত্রিত্ব বিশ্বাস করা এবং যীশুর প্রেরিতত্তের বিপরীতে যীশুর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করা অনন্ত ধ্বংস ও অনন্ত মৃত্যু।

আদিপাপ ও ক্রুশ

প্রশ্ন:আদিপাপ ও ক্রুশ সম্পর্কে ক্রিস্টানদের বিশ্বাস কি?

উত্তর:ক্রিস্টিয়ানরা বলে থাকেন,

'আদম আ. নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় যে পাপ তিনি করেছেন, তা ফল থেকে রক্তের সাথে মিশে যায়। ফলে তার পরবর্তী বংশধর আদম সন্তান তথা সমস্ত মানবজাতী সংক্রমনের পদ্ধতিতে পাপী হয়ে স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে নেক কাজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ থেকে মুক্তির দুইটি উপায় হতে পারে- হয়তো সকল মানুষকে একত্রে মৃত্যু ঘটিয়ে পূণ:জীবিত করা অথবা মাফ করে দেয়া। যা ঈশ্বরের নেযাম বহির্ভূত হওয়ায় কখনো তা সম্ভব নয়। অথচ তিনি তার বান্দাদেরকে দয়া করতে চান(!) এমন মুসিবত থেকে পরিত্রানের জন্য ঈশ্বর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যাতে রয়েছে মানুষের পাপ মুক্তি অন্যদিকে ঈশ্বরের বিধানও বহাল থাকে। আর তা হলো- ঈশ্বর তাঁর নিষ্পাপ পুত্রকে মানুষরূপে পাঠান। তিনি এসে সকল মানুষের পক্ষ থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিজের পবিত্র রক্ত বিলিয়ে দিয়ে মৃত্যু বরন করেন। তিন দিন তিন রাত পর পূণ:জীবিত হন। এভাবে খৃস্ট বিশ্বাসীদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন।রোমীয়- ৩:২৩ ও ২৪ পৌল বলেন, কারন সকলেই পাপ করছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মসীহ ঈসা মানুষকে পাপের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং নেই মুক্তির মধ্য দিয়েই তার মহিমার দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।

২য় করিন্থীয়- ৫:২১ ঈসা মসিহের মধ্যে কোন পাপ ছিলোনা; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।

ইফিসীয়-৫:২ পৌল বলেন, মসীহ যেমন আমাদের মুহাব্বত করেছিলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সুগন্ধযুক্ত উৎসর্গ হিসেবে নিজেকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে তোমরাও মুহাব্বতের পথে চল।

গালাতীয়-২:১৬ পৌল আরো বলেন, তবুও আমরা এ কথা জানি যে, শরীয়ত পালনের জন্য ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহন করেন না, বরং যীশুর উপর বিশ্বাসের জন্য তা করেন। বিশ্বাসেই মুক্তি পাবে, শরীয়ত পালনের প্রয়োজন পড়বেনা!

প্রশ্ন:তাদের দলীলগুলো কি সত্য?

উত্তর:না,উপরের উক্তিগুলো সম্পূর্ন জাল। ক্রুশের গল্পগুলোর বর্ণনা পাঠ করলেও স্পষ্ট হয়।

প্রথমত ঘটনাটিতে দু'জায়গায় দু'রকম সময় বলা হয়েছে,

মথি: (২৭/৪৫, ৪৬)- পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা, আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন,

এবং কিতাবুল মুকাদ্দাসে মথিঃ (২৭/৪৫, ৪৬)- সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। প্রায় তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন।

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৫০) পরে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মা সমর্পন করিলেন। (৫১) আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, (৫২) এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; (৫৩) এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।"

মন্দিরের তিরস্করিণী (পর্দা) বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্কের ১৫/৩৮ ও লুকের ২৩/৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি বিষয়গুলি, অর্থাৎ পাথরগুলি ফেটে যাওয়া, কবরগুলি খুলে যাওয়া, মৃত লাশগুলির বেরিয়ে আসা, যেরুশালেমে প্রবেশ করা, তথাকার

অধিবাসীদের সাথে মৃতলাশগুলির দেখা-সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেন নি।

এগুলি অত্যন্ত বড় বিষয়। মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এর পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেন নি। তারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে দবি করার কোনো সুযোগ নেই; কারণ মানুষ সব কিছু ভুললেও এরূপ অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো ভুলতে পারে না। বিশেষত লুক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউই এই অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না?

এ কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার পুস্তকে এ কাহিনীটি মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এই কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যিরূশালেমের ধ্বংসের পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্প-কাহিনী ইয়াহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথিলিখিত সুসমাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক (copier) লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।

পণ্ডিত নর্টনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক কেমন ছিলেন। গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন।

পাপ মোচন/ প্রায়শ্চিত্বে বিশ্বাস যদি মানব জাতীর নাজাতের একমাত্র পথ হতো, তবে ঈসা আ. সর্বপ্রথম তা শিক্ষা দিতেন। এ ধরনের বিশ্বাস ঈসা আ. নিজেও কোন দিন করেননি, এমনকি কাউকে শিক্ষা দেননি। তার সাহাবীরাও এ ধরনের বিশ্বাস কখনো

লালন বা তার প্রচার করেননি। পরবর্তিতে মিস্টার পৌলের মাধ্যমে খৃস্টধর্মে এধরনের বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রায়শ্চিত্বে বিশ্বাস কুরআন, বাইবেল এমনকি যুক্তি ও বাস্তবতারও বিরুধী। কারণ অপরাধ করবে একজন আর শাস্তি ভোগ করবে অন্যজন। এটা দলীল, যুক্তি, বাস্তবতা বিরোধী ও অমানবিক চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। এধরনের বিশ্বাস আল্লাহ্ তায়ালার আইনে তো নয়ই এমনকি মানব রচিত আইনেও তা সমর্থন করেনা। চির সত্যতো এটাই, যে অপরাধ করবে সেই শাস্তির উপযুক্ত হবে। একে অপরাধ অন্যে বহন করবেনা।

বাইবেলেও এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলা আছে ,

যিহিস্কেল-১৮:২০ বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি পাপ করে কেবল সেই মরবে। পুত্রেকে তার পিতার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না। ভালো কাজের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে; তেমনি মন্দ লোকের মন্দতাও কেবল তারই অধিকারগত।

দ্বিতীয় বিবরন- ২৪:১৬ সন্তান দোষ করলে পিতামাতার বা পিতামাতা দোষ করলে সন্তানকে প্রানদণ্ড দেওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তিকে কেবল তার নিজের করা অন্যায়ের জন্যই প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে।

মার্ক- ২:১৭ আমি ধার্মিকদেরকে নয় বরং পাপীদের ডাকতে এসেছি।

সুতরাং, এ উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, যীশু পাপীদেরকে বাচাতে এসেছেন ধার্মিকদেরকে নয়। তার মানে তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন জগতের সকলে পাপী নয়। যে পাপ করবে কেবল সেই দোষী সব্যস্ত হবে। পিতার দোষে পুত্র অথবা পুত্রের দোষে পিতা দণ্ডীত হবে না।

একজনের পাপের কারণে অন্য জনকে শান্তি দেয়া হয় না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

অর্থ: কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয়

করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে স্বীয় কল্যাণের জন্যই। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فمن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرة

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه

অর্থ, অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"

খৃস্টধর্মের মূলপাপ ও প্রায়শ্চিতবাদ বিষয়ে জনৈক খৃস্টান লেখক বলেন: "কোনো নাস্তিক জংলী উপজাতিও এরূপ উদ্ভট বিশ্বাস পোষণ করে না যে, মানুষ বংশগতভাবে পাপের কলঙ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এবং এ কলঙ্ক, যার জন্য সে নিজে কোনোরূপ দায়ী নয়, তার জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে এবং এ রহস্যময় অভিশাপকে অকার্যকর করতে সকল কিছুর স্রষ্টা নিজের একমাত্র ঔরসজাত সন্তানকে কুরবানী দিতে বাধ্য হলেন।"

আশা করি নিজ ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি এ ভাইয়ের এতটুকু মন্তব্যই আমাদের বুঝার জন্য যথেষ্ট।

বড়দিন

প্রশ্ন:বড়দিন পালিত হয় কেনো?

উত্তর:'খ্রিস্টধর্মের পূর্বে রোমানরা ২৫ এ ডিসেম্বর-সূর্যের জন্মদিন হিসেবে পালন করত পরবর্তীতে চার্চ এটিকে যিশুর জন্মদিন বলে আখ্যা দেয়।

প্রশ্ন: বড়দিন যিশুর জন্মদিন না হওয়ার প্রমাণ কি?

উত্তর: বড়দিন পালিত হয় শীতকালে' অথচ বাস্তবে যে যীশু গ্রীষ্মকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কেন ধর্মের ভিতর জেনে শুনে এত বড় একটি মিথ্যা চলবে!

প্রশ্ন:যে খ্রীষ্টিয়ানরা বিষয়টি জানেন সূর্যের জন্মদিন পালনে পূজা করার ব্যাপারে তাদের যুক্তি কি?

উত্তর:তারা যুক্তি দেন যিশুর বক্তব্য থেকে 'যে জিনিস আমায় সরণ করায় তোমরা তাই করো।''

অথচ শরনের জন্য জেনে শুনে সূর্যপূজার দিনটিকেই বেছে নেয়ার অর্থ সূর্যের উপাসনাকে মূল্যায়ন করা বৈ কিছু নয়। এবং তারা সূর্যপূজা কে আরো বেশি স্বীকৃতি দিতে 'সান'ডে কেই সাপ্তাহিক উপাসনার দিন হিসেবে বেছে নিয়েছে!

প্রশ্ন:খ্রিস্টানরা যে প্রতিকৃতির পূজা করে, সেটি ইসা আ: এর বলে কোন প্রমাণ আছে?

উত্তর: না। বাস্তবে তারা সূর্যের দেবতার মূর্তিকে যীশুর মূর্তি বলে উপস্থাপন করে থাকে। মূর্তিটিকে তারা বলে সান অফ গড বা ঈশ্বরের সূর্য বুঝায়। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী শব্দটিকে 'ঈশ্বরের পুত্র' অর্থ করা যায় না, কারণ;বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী–

১.যীশু খ্রীষ্ট এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছে।

২.যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না।

৩. যীশু খ্রীষ্ট মূর্তি নির্মাণের কঠোর বিরোধী ছিলেন।

যীশু বলে পরিচয় দেয়া মূর্তিটি যে সূর্য দেবতা, তার আরেকটি প্রমাণ, মূর্তিটির পিছনে অধিকাংশ সময়ই সূর্যের একটি ছবি লক্ষ করা যায়।[31]

[31] https://youtu.be/fWHZxVuqCDc?si=O0IYYv7nV2d8vWXU

৬.দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি

একজন মুসলিম ও খ্রিস্টান কিভাবে একে অপরের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে সত্যকে জানতে পারে, সত্যের উপর একমত হতে পারে, এখানে তার একটি ধারণা তুলে ধরা হল–

অভিন্ন পরিচয়;

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা। কেমন আছেন ভাই?

ফেলিক্স: ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ: আলহামদু লিল্লাহ, ভাল আছি। আমি আপনার সঙ্গে কিছু

আলোচনা করতে চাই, আপনার সময় হবে?

ফেলিক্স: জি ভাই, সময় আছে বলুন।

আব্দুল্লাহ: সব মানুষ এক বাবা মায়ের সন্তান। অথচ মানব সমাজে একটা ভুল বুঝাবুঝি আছে যে, মানুষ মনে করে আমি খৃষ্টান। আর মুসলমানরা মনে করে আমারা মুসলমান। আর হিন্দু ভায়েরাও একি ধারণা পোষণ করে। প্রত্যেক ধর্মের লোকদের এমন ধারণা থাকার কারণে আমরা আমাদের আসল পরিচয় ভুলে গেছি।ভাই ! আর এ ধারণাটা আমরা প্রত্যেকেই নিজেরা বানিয়ে নিয়েছি। ধর্মের কোথাও এমন প্রাচির ও সীমানা নির্ধারিত নেই, ভাই! আপনার কপালে লিখা নেই যে আপনি খৃষ্টান, আমার কপালেও লিখা নেই যে আমি মুসলমান। আমার শরীর কাটলেও লাল রক্ত বের হবে, আপনার শরীর কাটলেও লাল রক্ত বের হবে। আমি আপনি দেখতে যেমন একি রকম, চলা ফেরাও একি রকম, আমার আপনার মধ্যে যেমন কোন তফাৎ বা ভেদাবেত নাই আমার আপনার মালিকের মধ্যেও তেমন কোন তফাৎ নেই, মালিক আসলে এক জন, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ রয়েছে।

(মার্ক ১২:২৯,৩০)

আল্লাহর পরিচয়

ফেলিক্স: আমাদের মাঝে সাদৃশ্য আছে ঠিক, তবে আমাদের রীতিনীতি ভিন্ন।আমি একজন খ্রিস্টান।

আব্দুল্লাহ: আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু ঈশ্বর? নাকি যীশুকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত।

আব্দুল্লাহ: আপনি কি জানেন যে শুধুমাত্র একটি ধর্ম আছে যা বলে যে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল?

ফেলিক্স: না ,কোন ধর্ম সেটি?

আব্দুল্লাহ: একমাত্র ধর্ম যা বলে যে যীশুকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিত করেছিলেন তা হল ইসলাম। ইসলাম আরও বলে যে যীশু ছিলেন মশীহ, তিনি একজন কুমারী- মা-মেরির কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

ফেলিক্স:শুধু ইসলাম নয়, খ্রিস্টান ধর্মও বলে না যে যীশু ঈশ্বর।

আব্দুল্লাহ:খ্রিস্টানরা কি বলে না "ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা?

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমরা বলি।

আব্দুল্লাহ:তাহলে তো দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমান খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, যীশু ঈশ্বর।

ফেলিক্স:হ্যাঁ, এক অর্থে আমি মনে করি যীশু হলেন ঈশ্বর কারণ তিনি ট্রিনিটির অংশ।

আব্দুল্লাহ: ভাই , আসেন আমরা ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি

আপনি কি একমত হবেন যে ঈশ্বর:

- সবকিছু দেখেন
- সবকিছু শোনে

- সবকিছু জানেন
- তার কোন শুরু নেই
- কোন শেষ নেই
- পুরুষ বা মহিলা নয়
- তিনি কোন সৃষ্টির মত নন
- তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান
- তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর প্রেম এবং তাঁর মহিমানিখুঁত।

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমি এর সাথে একমত হতে পারি।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু যিশু এমন ছিলেন না।

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি ছিলেন।

আব্দুল্লাহ: উদাহরণস্বরূপ, আমরা একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সবকিছু জানেন।

আব্দুল্লাহ:যীশু কি সব জানতেন?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি জানতেন।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে, যখন যীশুকে "ঘণ্টা" অর্থাৎ বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন যীশু বলেছিলেন "সেই দিন বা ঘন্টা সম্পর্কে কেউ জানে না, এমনকি স্বর্গের ফেরেশতাও নয়, পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন। " [মথি 24:36]

এছাড়াও বাইবেলে, যীশু যখন একটি ডুমুর গাছ থেকে ফল নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন ফল ছিল না এবং তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। [মথি 21:18-22] তিনি যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি গাছের কাছে যাওয়ার আগেই আগেই জানতেন যে তাতে ফল নেই!

ফেলিক্স:কিন্তু যীশু অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ: তিনি কি তার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন?

ফেলিক্স:হ্যাঁ।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে যীশু বলেছেন 'নিজের থেকে, আমি কিছুই করতে পারি না।' এবং তিনি যখন অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তখন তিনি পিতার নামে করেছিলেন যাকে আমরা ঈশ্বর হিসাবে উল্লেখ করি।

ফেলিক্স: আমি এখনও ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করি।

আব্দুল্লাহ:ত্রিত্ব মানে যীশু ঈশ্বর। যীশু কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেননি?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:প্রার্থনা কি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করার জন্য নয়?

ফেলিক্স:জি হ্যাঁ

আব্দুল্লাহ:যীশু যদি কারো কাছে সাহায্য চান, নিশ্চয় তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না। আমরা ইতিমধ্যেই একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ফেলিক্স: আচ্ছা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

আব্দুল্লাহ:অনেক লোককে বাইবেলে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছিল (লুক 3:38) এবং ডেভিড (2 স্যামুয়েল 7:14)। স্বয়ং যীশু, বাইবেলে বলেছেন "ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা কারণ তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" (ম্যাথিউ 5:9) বাইবেলে, অনেক ভাল লোককে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে এবং যীশু বাইবেলে যা বলেছেন তা থেকে, যে কোনও ভাল ব্যক্তি হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'।

ফেলিক্স:যীশু আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেছেন? তিনি কি "আমাদের স্বর্গের পিতা..." বলে প্রার্থনা করতে বলেননি? খ্রিস্টানরা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা কি বলে না, 'আমাদের স্বর্গের পিতা...'? খ্রিস্টধর্ম অনুসারে যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি "স্বর্গে যীশুর পিতা..." প্রার্থনা করতেন? না হয় তো এভাবে প্রার্থনার দ্বারা আপনিও ঈশ্বরের সন্তান

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

আব্দুল্লাহ:আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলতে পছন্দ করি না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি বলছেন যে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেন। আপনি এ সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স:হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আব্দুল্লাহ:হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সকলের ঈশ্বরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আপনার ধর্ম একটি প্রকাশিত ধর্ম। আপনি কি খুশি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমি এতে খুশি।

আল-কুরআন

আব্দুল্লাহ:আমরা যদি যীশুর সময় জীবিত থাকতাম এবং আমরা না জানতাম যে তার পরিচয়, তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতাম যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং মশীহ ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি নিশ্চিত নই।

আব্দুল্লাহ:এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি কি অলৌকিক কাজ করেননি?

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:তিনি কি বলেননি যে আমি এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে করি?

তাই যীশু যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন তা লোকেদের জন্য প্রমাণ ছিল।

ফেলিক্স:জি

আব্দুল্লাহ:ঈসা মসিহের পর ঈশ্বর আরেকজন দূত পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ(সা.)কেও অলৌকিকতা দেয়া হয়েছিল।

ফেলিক্স: মুহাম্মদ (সা:) কি মানুষকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন? নাকি অন্ধ নিরাময় করতেন?

আব্দুল্লাহ:এসব অলৌকিকতা তাকে দেয়া হয়নি বরং নবী মুহাম্মদকে দেয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো মৃতদের জীবিত করার চেয়েও বড়, কারণ এই অলৌকিক ঘটনা আজও আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ। তুমি কি জানো এটা কি?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এটি একটি গ্রন্থ যার নাম কুরআন।

আব্দুল্লাহ:এই বইটি বিভিন্ন কারণে একটি অলৌকিক ব্যাপার। আপনি কি জানেন যে কিভাবে তা অলৌকিক?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এর কিছু অলৌকিক দিক হলো;

1. বৈজ্ঞানিক তথ্য:

এটিতে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ:

• ভ্রূণবিদ্যা (কোরআন 23:12-14)

বিগ ব্যাং থিওরি ("অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক একত্রিত টুকরো হিসাবে ছিল, তারপর আমরা তাদের বিভক্ত করেছি?" (21:30))

• সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব

• পাহাড় নির্মাণ

• ত্বকে জ্বালাপোড়ার জন্য ব্যথা রিসেপ্টর

· তারার অবস্থান।

• পানি চক্র

– এছাড়াও, এটি এমন কোন একক বিবৃতি ধারণ করে না যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতা করে।

2. মুহাম্মাদ সা: ছিলেন অশিক্ষিত:

বইটি এমন একজনকে দেওয়া হয়েছিল যে পড়তে বা লিখতে পারে না (আমরা কীভাবে জানব? কারণ কুরআনে তাই বলে এবং তার শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত ছিল)।

3.এটি অপরিবর্তিত রয়েছে:

1400 বছর ধরে বইটি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নিজের চোখে দেখুন। "আমরাই যিকির (কুরআন)নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সংরক্ষণ করব" (কুরআন 15:9)

4.মনে রাখা সহজ:

বইটি মনে রাখা সহজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে এটি মুখস্থ করছে যদিও এটি একটি পেপারব্যাকের আকারের। ".....মনে রাখা সহজ" (কুরআন 44:58)।

1. কোন বৈপরীত্য দ্বন্দ্ নেই এতে:

কোরানে কোন পরস্পরিরোধী বক্তব্য নেই, যদিও এটি 23 বছর ধরে নাজিল হয়েছিল। "তারা কি কোরান নিয়ে চিন্তা করে না, এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত" (4:82)

6. একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত মানবজাতি এবং জিন- প্রজাতি (অর্থাৎ আত্মা) একত্রিত হলে তারা এর মতো একটি বই তৈরি করতে পারে না। কোরানের অন্য একটি অংশে,

ঈশ্বর বলেছেন যে তারা এর মতো একটি সূরাও তৈরি করতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্য। অতএব, ঈশ্বর আমাদের বলছে যে, কেউ কুরআনের মতো তিনটি বাক্যও তৈরি করতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জ 1400 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে! "এর মত একটি সূরা তৈরি করুন" (কুরআন 10:38)

7. মানুষকে পরিবর্তন করে কুরআনের শব্দগুলো মানুষের জীবন পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

8. অনন্য শৈলী এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে।

আরবী ভাষার শৈলী অনন্য এবং অনুলিপি করা যাবে না।

9. বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম এটি বৃহত্তম ধর্ম 1.6 বিলিয়ন অনুসারী তৈরি করেছে এবং এটি সবচেয়ে দ্রুত উৎপন্ন করেছে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

আপনি কি একমত যে কুরআন আসলেই একটি অলৌকিক মুজিযা?

ফেলিক্স:হ্যাঁ এটা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে ।

শেষ নবীজী সাঃ

আব্দুল্লাহ:আপনি যদি স্বীকার করেন যে কুরআন একটি অলৌকিক মুজিযা, তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মুহাম্মাদ সা: সত্য ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নবী। আপনি এর সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি সম্ভবত একজন নবী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি নিশ্চিত তিনি একজন নবী ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

আব্দুল্লাহ:তার সম্পর্কে একটু বলি।

1. সত্যবাদীতা

তার জীবনী খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসে, শিশুকাল থেকে সারা জীবনে শত্রু মিত্র কারোর কাছে কোনো বিষয়ে তিনি মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হননি।

2. আমানতদারী

মূল্যবান দ্রব্যাদি সবাই তার কাছে গচ্ছিত রেখে নিরাপদবোধ করত। এমনকি সত্যের দাওয়াত নিয়ে তিনি লোকদের সামনে আবির্ভূত হওয়ার পর তার বিরোধিতা করা হলেও তার নিকট গচ্ছিত আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে কেউ বিচলিত হননি এবং আমানত রাখা থেকে বিরত হয়নি।

এমনকি আজ পর্যন্ত অনেক অমুসলিমরাও তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর স্থানে দেখেন এবং তার অলৌকিক ঘটনগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার জীবনী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

3. পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও তার ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

বাইবেলের Gospel of John : Chapter 16 - verse 12-14 Deuteronomy : Chapter 18 - verse 18-19

4. পূর্বের প্রেরিত রসূলদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে

5. তিনি কোন পার্থিব লোভে কাজ করেননি

তাকে সেখানকার প্রধান নেতারা কুরআন প্রচারের বিপরীতে সমগ্র জাতির শাসক বানানোর, তাকে অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়ার, সমস্ত সুন্দরী নারীকে

তার কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কুরআন প্রচারকেই বেছে নেন। তার মানে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে তার কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল না।

6. তার অনুসারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত হয়

চারিত্রিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা এমন কোন দিক নেই যেদিকের সর্বোত্তম শিক্ষা তিনি তার অনুসারীদের দিয়ে যাননি।

এবং তারা তার শিক্ষার ফলে মাত্র 100 বছরের মাথায় অর্ধ পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা, শৃঙ্খলা, শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্টা করতে সক্ষম হন যার নমুনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

তার সম্পর্কে এতটুক জানার পর এখন কি আপনি এ বিষয়ে একমত?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি একজন নবী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তিনি সমস্ত মানুষের নবী এবং তার অনুসরনেই আমাদের আখিরাতের মুক্তি?

ফেলিক্স:কিন্ত তিনিতো মুসলিমদের জন্য প্রেরিত নবী

আব্দুল্লাহ:না ভাই বরং কুরআন বলছে(যার অলৌকিকতার নিদর্শন দেখে তার সত্য হওয়ার ব্যাপারে আপনি একমত হয়েছেন) যে তিনি সকল মানুষের নবী। (আরাফ এর ১৫৮)

তাহলে আমার,আপনার এবং সমস্ত মানুষের সফলতা অর্জন করতে তার শিক্ষার অনুসরন করতে হবে। কি বলেন ভাই?

ফেলিক্স: জি, সেটাই ভাবছি।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভালোবাসেন?

ফেলিক্স:জি আমি অবশ্যই আমার শ্রষ্ঠাকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা তাকে আল্লাহ নামে স্মরণ করি না।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি জানেন যে আল্লাহ্ নামটি বাইবেলে রয়েছে?

বাইবেলের বিখ্যাত শ্লোক "এল্লাই, এল্লাই লামা সানজানি।"(মেথিও ২৭:৪৬, মার্ক,১৫:৩৪)

এখানে ঈশ্বরকে ‘এল্লাই’ সম্মধোন করাটি শুনতে কিসের মত? আল্লাহ, যিহোবা নাকি গড বা ঈশ্বর?

ফেলিক্স:আল্লাহ,

আব্দুল্লাহ:এছাড়াও সমস্ত ‘‘স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল"- এ হিব্রু শব্দ "এলাহ" (অর্থাৎ ঈশ্বর) কে "আলাহ" বানান করা উপযুক্ত মনে করেছেন।

কিন্তু তারা লেটেস্ট ভার্সনে আল্লাহ শব্দটির একটি "L" বাদ দিয়ে বানান করে আসল নামটি চাপা দেয়! তবে ‘বাইবেলের পৃষ্ঠায় "ALAH" শব্দটির ফটোগ্রাফিক প্রমান’ এখনো সংরক্ষিত করা করা আছে।

ফেলিক্স:ও আচ্ছা!

আব্দুল্লাহ:তো আপনার আমার স্রষ্ঠা আল্লাহ বলেছেন যদি আমরা তাকে ভালবাসি ও তার ভালোবাসা পেতে চাই তাহলে সত্য নবী মুহাম্মাদ সা: এর অনুসরণ করতে হবে।(আল ইমরান.৩১)

ইসলাম সবার

ফেলিক্স: আমরা সকলেই কিভাবে তার অনুসরণ করি, যেহেতু আমি খ্রিস্টিয়ান ও আপনি মুসলিম..!

আব্দুল্লাহ:ভাই খ্রিস্টিয়ান মুসলিম বলে কোন পার্থক্য নেই। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা যেমন এক ঠিক তেমনই সকলের ধর্ম এক। ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম।

আল্লাহ তাআলা বলেন;

اِنَّ الدِّيۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ ۟ وَمَا اخۡتَلَفَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান

করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। —আলে ইমরান - ১৯

আপনি কি জানেন যিশু কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি মনে করি তিনি একজন খাঁটি খ্রিস্টিয়ান ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি জানেন ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম ও প্রধান বিশ্বাস কি?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এক ঈশ্বরের উপাসনা করা। সুতরাং মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ানিটির মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রধান বিশ্বাস যারা লালন করবে তারা এক।

ফেলিক্স:আচ্ছা!

আব্দুল্লাহ:মুসলিম অর্থ হলো নিজেকে সেই এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা অর্থাৎ এক ঈশ্বরের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। যে নিজেকে এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তাকেই মুসলিম বলা হলে তাই কুরআনে উল্লেখ আছে যিশু, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইসমাইল ও অন্যান্য সকল নবী মুসলিম ছিলেন। তাই নয় কি?

ফেলিক্স:জী বুঝেছি

আব্দুল্লাহ:ভাই, আপনি ইশ্বর এক বলে বিশ্বাস করেছেন ,কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, মুহাম্মাদ সা: এর সত্য রসুল হাওয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। যে এই বিষয়গুলোকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি দেয় সেই একজন মুসলিম।

ফেলিক্স:যিশুখ্রিস্ট কি এ বিষযগুলোতে শিকৃতি দিয়েছিলেন?

জী অবশ্যই। শুধু তিনি নন বরং তার পূর্বের সমস্ত নবী রসুলও এর স্বীকৃত দিয়েছেন।

ফেলিক্স:একটু খুলে বলবেন,

আব্দুল্লাহ:কুরআনে বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৮১ আয়াতের সারমর্ম) 'প্রত্যেক নবীর

কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুয়তকালে যদি অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়।

ফেলিক্স:জ্বি।

আব্দুল্লাহ:কুরআন বলছে 'ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রহযোগ্য নয়।' সমস্ত নবী রসূলের পথ ইসলাম যে ধর্মের যে বর্ণের মানুষই গ্রহন করে নিবে সে পরকালের জীবনের অনন্ত সুখের জান্নাতের মালিক হবে। অপরদিকে যারা আল্লাহর ধর্মে বিশ্বাস আনবেনা, তাদের ব্যাপারে বলা আল্লাহ তায়ালা বলেন (আল ইমরান ১৯) 'যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবূল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে ; এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আব্দুল্লাহ:আমার প্রিয় ভাই, আমাদের সামনে তো মৃত্যু রয়েছে। আল্লাহর সামনে আমদেরকে দাড়াতে হবে সেদিন।

আমার আপনার কি উচিৎ নয় পরজীবনের চিরস্থায়ী মর্মান্তিক শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চিরসুখের জান্নাত লাভ করার জন্যে ঈশ্বরের নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম এবং সমস্ত নবী রাসূলের ধর্মকে গ্রহণ করে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দেয়া?

ফেলিক্স:জী,এটা যুক্তির কথা। আমরা সকলেই পরজিবণের মঙ্গল আশা করি। সমস্ত নবী রসূলের ধর্মেই মুক্তি..... এ বিষয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করব আমি।

আব্দুল্লাহ: ভাই , আপনাকে চির নরক থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তির একমাত্র ধর্মের পরিচয় ও সন্ধান দেয়াই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্ত ইসলামকে সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহন করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আপনার সম্পুর্ন স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্মের মাঝে কোন জোরজাবস্তি নেই (বাকারা ২৫৬) কিন্তূ ইসলাম পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে সত্যকে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত

করে এবং সত্যের দিকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যা কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

ফেলিক্স:বাহ, এই নীতিটি আসলেই সত্যের উৎকৃষ্টতা প্রমান করে। ইসলাম কি শুধু পরকালের মুক্তিই নিশ্চিৎ করে?

আব্দুল্লাহ: না, বরং ইহকালেও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিৎ করে একমাত্র ইসলাম। কারণ এটি মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম । মানবতার প্রতি সবচেয়ে বেশি সহনশীলতা ও মানব জীবনের ভয়াবহ সমস্যাগুলোর সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান রয়েছে ইসলামেই। তাই আলহামদু লিল্লাহ।

দ্য জেরুজালেম পোস্ট অনুসারে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে গত এক দশকে ১০০,০০০ এর মত মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ হয়েছেন।

ইয়েদিওথ আহরোনোথ অনুসারে জার্মানিতে বছরে ৪,০০০ এর মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। দ্য গার্ডিয়ান অনুসারে প্রতি বছর প্রায় ৫,০০০ ব্রিটিশ ইসলাম গ্রহণ করেন, যাদের বেশিরভাগই মহিলা।[32]

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস অনুসারে প্রতি বছর ২৫,০০০ মার্কিন নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে একবার প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল 'প্লেইনটুথ' ম্যাগাজিনে। রেফারেন্স ছিল রিডার্স ডাইজেস্ট অ্যালামনাই ইয়ারবুক ১৯৮৬, সেখানে পরিসংখ্যান ছিল, প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীর সংখ্যা কত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে? এক নম্বরে ছিল ইসলাম ২৩৪ পারসেন্ট। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আজ আমেরিকাসহ ইউরোপের সর্বত্র যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটা হলো ইসলাম।[33]

---

[32] এটি প্রমান করে যে খ্রীষ্টধর্মের নারীরা তাদের কথিত সাধনিতায় সুখী নন।

[33] পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে, পৃষ্ঠা: ৪০

কেন তাদের এই প্রত্যাবর্তন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই মুসলিমরা খ্রিস্টান মিশনারীদের মত ধর্ম প্রচারে অতটা তৎপর নয় কিন্তু সত্যসন্ধানীরা নিজ থেকে, নিজ আগ্রহেই ইসলামকে বেছে নিয়ে জীবনে প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছেন।

আব্দুল্লাহ:ধন্যবাদ। ভাই, যেকোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিটি মানুষের উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে দুটি সহজ করণীয় আছে, জানেন সেগুলো , কি?

ফেলিক্স: না

আব্দুল্লাহ: খুবই সহজ দুটো কাজ যা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করে গেলে আল্লাহ বা ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করবেন;

1. অন্তর থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সত্যর পথ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করা ।
2. যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে সত্যকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা ।

ফেলিক্স: চমৎকার। আমি পরজীবনে ঈশ্বরের কাছে সত্য ধর্ম নিয়ে দাড়াতে চাই, তাই আমি এ দুটো কাজ নিষ্ঠার সাথে করে যাব। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে পথপ্রাপ্তির দুআ করব এবং প্রচেষ্টা হিসেবে আপনার যুক্তিপূর্ন কথাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিবো কোন ধর্ম টি সঠিক।

আব্দুল্লাহ: ইন শা আল্লাহ, তাহলে আপনি অবশ্যই পরকালে সত্য ধর্ম খুঁজে পাবেন, যা আপনাকে উভয় জীবনে সুখী করবে।

ফেলিক্স: ধন্যবাদ, আপনি আমাকে আমার জীবনের মুক্তির ব্যাপারে ভাবতে সাহায্য করলেন। আমি অবশ্যই সবকিছুর আগে নিজের পরজীবনের মুক্তি নিশ্চিৎ করতে চাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আব্দুল্লাহ: আপনাকেও অনেক শুকরিয়া।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

উপসংহার

✓ যীশু খ্রীষ্ট, পুরানো নবীদের একই বার্তায় তাঁর লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

✓ হযরত মুহাম্মদ যীশু খ্রীষ্টের একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন।

✓ যীশু খ্রিস্ট তাঁর প্রস্থানের আগে তাঁর অনুসারীদেরকে শেষ নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন এবং তাদের তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

✓ যীশুর এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরের প্রজন্মের মধ্যে, তাঁর শিক্ষাগুলি বিকৃত হয়েছিল।

✓ ছয় শতাব্দী পরে, যীশুর আইনগুলি তাদের বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত আকারে (ইসলাম) পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

✓ বর্তমান প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের কোন সম্পর্ক নেই

✓ ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ধর্ম, সমস্ত নবী রাসূল মুসলিম ছিলেন।

✓ কুরআন ব্যাতিত পূর্বের সমস্ত ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়ে গেছে।

✓ আল্লাহ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআনে কারীমকে সকল মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন।

তথ্য সূত্র

অফলাইন থেকে—-

- ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আইওএম) এর দাওয়াহ্ কোর্স এর পাঠ্য পুস্তক
- সংক্ষেপিত ইজহারুল হক- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার রহ.
- সত্যের দাওয়াত(কিতাব- দাই মুশফিকুর রহমান হাফি.
- Is the bibel god's word? - Dr. Ahmed deedat R.
- পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে-ড. জাকির নায়েক হাফি.
- ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য - ড. জাকির নায়েক হাফি.
- বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা- মুফতী জুবাইর আহমেদ হাফি;

অনলাইন থেকে ——-

- https://youtu.be/o2DPVdvYAXM?si=M7MJQ6M3ZVePem1d
- https://en.wikipedia.org/wiki/List of popes)
- https://en.wikipedia.org/wiki/List of Christian denominations by number of members
- এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: biblical literature; উইকিপিডিয়া: Jewish apocrypha, Biblical apocrypha, Pseudepigrapha, The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books,
- https://www.dawahiseasy.com/
- of Eden, Non-canonical books referenced in the Bible
- The Forgotten Books of Eden, by Rutherford H. Platt, Jr., [1926], full text e text at sacred-texts.com.

- উইকিপিডিয়ার The New Testament Apocrypha The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden প্রবন্ধ থেকে।http://www.biblestudytools.com/Apocrypha/ ওয়েবসাইট এবং http://www.interfaith.org/christianity/ Apocrypha/
- https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2
- https://bangla.bdnews24.com/world/5erurmufra
- https://youtu.be/fWHZxVuqCDc?si=O0IYYv7nV2d8vWXU
- http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity
- http://www.hadithbd.com/books/link/?id=9698
- https://islamicradio-bd.blogspot.com/2015/04/kristian-bangladesh.html?m=1

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111551459/